নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ – ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩ ঃ ০৯ মে – ১৫ মে, ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 28, 09 May - 15 May 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ওমান থেকে ভারতে আসা এলপিজি গ্যাসবাহী একটি

জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার করার চেষ্টা করলো। আমেরিকার একটি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে সর্ব শক্তি নামের জাহাজটি ইরানের লারাক এবং কাশেম দ্বীপ অতিক্রম করছে।

রবিবার : ভোট সন্ত্রাসের অভিযোগে ফলতায় কবে কটা বুথে

রি-পোল হবে তা নিয়ে ধন্দ কাটিয়ে নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন ভাবে জানিয়ে দিল ফলতায় সমস্ত বুথে ফের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ মে এবং তার ফল ঘোষণা হবে ২৪ মে।

সোমবার : মালদায় এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভ ও বিচারকদের আটকে

রেখে হামলা এবং জাতীয় সড়ক আটকে রাখার অপরাধের তদন্তে তৃণমূল প্রার্থী সাবিনার নির্বাচনী এজেন্ট আব্দুর রহমান, তৃণমূল সভাপতি সারিউল ইসলাম সহ ৯ জনকে ডেকে পাঠালো এনআইএ।

মঙ্গলবার : বঙ্গবাসীর অভূতপূর্ব রায়ে ফের পরিবর্তন এল বাংলায়।

একটার ভোট ও একটার ফল ঝুলে থাকলেও ২৯৩ আসনের মধ্যে ২০৬ টি আসন পেয়ে তৃণমূলকে ধরাশায়ী করে বাংলা জয় করলো বিজেপি। ৯টি জেলায় খাতা খুলতেই পারলো না তৃণমূল।

বুধবার : পশ্চিমবঙ্গের তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়

এবারে নির্বাচনে হেরে গিয়েও হারেননি বলে আজব দাবী করে ইস্তফা না দেবার কথা জানিয়ে দিলেন সংবাদ মাধ্যমকে। মমতা বলেছেন বিজেপি ভোট লুঠ করে তাঁকে হারিয়েছে, যদিও সেই দাবী নস্যাৎ করে দিয়েছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার: ভোটের পরে ফের হিংসা ছড়াচ্ছে বাংলা জুড়ে। এর

সবচেয়ে বড় নিদর্শন রাতে বারাসাত-কলকাতা রোডে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ার সামনে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল গাড়িতে বসে থাকা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। ড্রাইভার হাসপাতালে।

শুক্রবার: রাজনৈতিক সংস্কৃতি মেনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দোপাধ্যায় ইস্তফা দেন নি। কিন্তু মেয়াদ ফুরোতেই সংবিধান মেনে রাজ্যপাল ভেঙে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য চালাবেন রাজ্যপাল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নবজাগরণের শপথ

বধ করতেই হবে ভারত বিরোধী শক্তির ঔদ্ধত্যকে

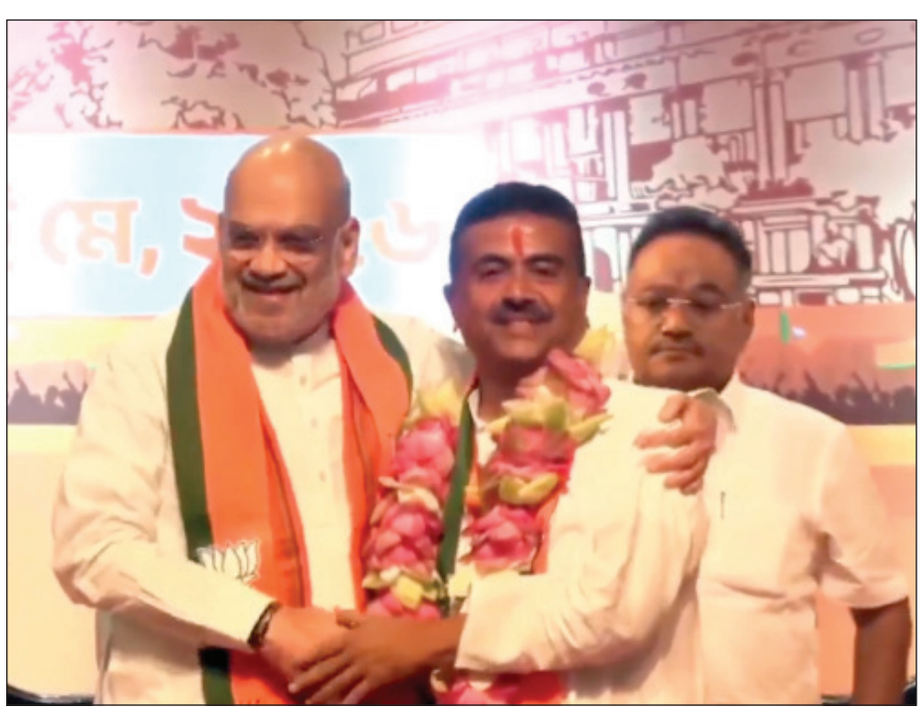

ওঙ্কার মিত্র

পুরাণ মতে, কংসবধের ঠিক আগে রাজা কংসের স্বৈরাচারী শাসনাধীনে মথুরা নগরীটি ছিল তীব্র ভয়, ভয়াবহ নিপীড়ন এবং ব্যাপক দুর্ভোগে পরিপূর্ণ। সেখানকার পরিবেশ ছিল চরম আতঙ্কের; বাসিন্দারা অবিরাম আতঙ্কের মধ্যে বাস করত। শহরটি আতঙ্ক ও সন্দেহে ছেয়ে গিয়েছিল। কংস তার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় যাদব বংশ ও নিরীহ নাগরিকদের উপর এক স্বৈরাচারী দমনপীড়ন শুরু করে। ধর্মীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া এবং ঋষিদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। যে নগরী একসময় তার পুণ্যময় সংস্কৃতির জন্য পরিচিত ছিল, তা আধ্যাত্মিক অবক্ষয় ও বস্তুবাদী নিষ্ঠুরতার স্থানে পরিণত হয়েছিল। কৃষ্ণ ও বলরামের আগমনেই সেই বিষণ্ণ পরিবেশ ভঙ্গ হয়। তাঁরা মানুষের মনে আশা জাগিয়েছিলেন, কংসের অনুচরদের পরাজিত করেছিলেন, কুবলয়পীড় হস্তীটিকে বধ করেছিলেন এবং অবশেষে কংসকে হত্যা করে নগরটিকে তার স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ভয়হীন হয়েছিল মথুরা, আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল মথুরাবাসী।

গত অর্ধ শতাব্দী ধরে এই একই অবস্থা চলছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৭৯ সালের মে মাসে মরিচঝাঁপির হত্যাকাণ্ড দিয়ে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল ২০২৬-এর মে মাসে মধ্যমগ্রামের হত্যাকাণ্ডেও তার প্রতিফলন স্পষ্ট। এই সময়কালে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে জেঁকে বসেছে ভয়াবহ ভয়, আতঙ্ক। হারিয়ে গিয়েছে বাকস্বাধীনতা। অস্তিত্ব হারাতে বসেছে গণতন্ত্র। সেই মথুরার মত এখানেও সাধু-সন্ত, শিক্ষিত-সভ্য নাগরিকদের উপর নির্যাতন চরমে উঠেছে। মৌলবাদীদের চাপে ভারতবর্ষের আত্মাস্বরূপ হিন্দুত্ব কোনঠাসা। সুনাগরিকের বিচার নেই। ফুল-মালায় বরণ করা হচ্ছে দুস্কৃতিদের। কংসের মত এই শক্তি নিজের মৃত্যুভয়ে কায়েম করে রাখতে চায় আতঙ্কের বাতাবরণ। লুটেপুটে নিতে চায় যাবতীয় জড় সম্পদ। পদানত করে রাখতে চায় মানুষকে। এই হিন্দু বিরোধী টুকরে টুকরে গ্যাং বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় ভারত থেকে যাতে সেখানে ইসলামী শাসন লাগু করা যায় যেভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে করা গিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

পাল্টানো দরকার
বেনোজলে পদ্ম!

শক্তি ধর

৪ মের সন্ধ্যা। একটি অটো এসে সামনে থামলো। পরিচিত অটো চালক এসে বললেন, দাদা, জয় শ্রীরাম। আমি তো অবাক। কয়েকদিন আগেও একে শাসক দলের মিছিলে হাঁটতে দেখেছি। এই অটোতেই উড়তো জোড়াফুলের পতাকা। প্রশ্ন করলাম, এর মধ্যেই পাল্টে গেছো? পদ্মের পতাকা লাগিয়ে ফেলেছো।

অটো চালকের সহাস্য জবাব, ওসব এখন অতীত। পতাকাটা লাগিয়ে নিলাম, আজকে রাতের তোলাটাও দেব না। মুহূর্তে বর্তমান বঙ্গ রাজনীতির কাদা ছিটকে নোংরা করে দিয়ে গেল মনটাকে। এরপর সেই অটো চালক চলে গেল বটে কিন্তু গত ৩ দিন ধরে সে কাদার রং আরও ফুটে উঠেছে।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো। এতদিন দেখেছি অটো নামা-ওঠায় তৃণমূল অটো ইউনিয়নের দাদাগিরি। নেতাদের দাপটে তটস্থ থাকতেন অটো চালকরাও। বুধবার সেখানে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে সভা চলছে বিজেপি নেতাদের। পাল্টে গিয়েছে জোকা অটো ইউনিয়নের ব্যানারও। আগে যেখানে ঝুলতো মমতা-অভিষেকের ছবি এখন সেখানে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-শুভেন্দুর ছবি। শুধু অটো নয়, রিকশা, টোটো, স্কুটি, বাইক সবেতেই বিজেপির উড়ন্ত পদ্ম পতাকা। শুধু কোনো একটা অঞ্চল নয় সারা রাজ্য জুড়ে দেখা যাচ্ছে একই ছবি।

জোকা ইএসআই হাসপাতাল, তার গেটের সামনে লাগানো থাকতো মমতা-অভিষেক-দোলা সেনের ছবি দেওয়া শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানার। আজ আর সেই ব্যানার নেই। উঠে গেছে শাসক দলের ছোট-বড় ফ্ল্যাগ। এসবের জায়গা নিয়েছে বিজেপির পতাকা। দিন চারেকের মধ্যেই সারা বাংলায় তৃণমূলের আদরের পতাকা কদর হারিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তার ধুলোয়। পাড়ায় পাড়ায় এতদিন যারা তোলা তুলতো, হুমকি দিত, তারাও এখন হাতে বিজেপির পতাকা নিয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অভিষেককেই 'ভিলেন' বলছেন তৃণমূলের নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য তৃণমূলের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জিকেই ভিলেন বলছেন দলের নেতারাই। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলছেন, 'দল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল একদিকে দিদি, অন্যদিকে অভিষেক। অভিষেকের চাপে মমতা ব্যানার্জি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। অভিষেক

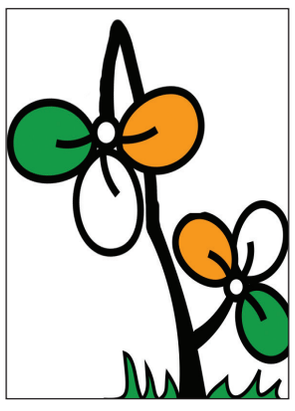

যেটা মনে করেছে সেটাই করেছে। অভিষেকের তৈরি কর্পোরেট কালচারই ডুবিয়েছে তৃণমূলকে, তছনছ করেছে সমগ্র দলকে। যারা তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে ছিল না, যারা সুযোগসন্ধানী, যেমন উদয়ন গুহ ২০১৬ সালে দলে এসেছে যা ইচ্ছা তাই মনে করেছে। সুব্রত বক্সীর মত ব্যক্তিকে প্রচারে আনা হয়নি তাকেও কর্নার করে দেওয়া হয়েছে।' তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'স্বৈরাচারী অভিষেকের জন্যই দলের এই হাল। বাংলায় কর্পোরেট কালচারে ভোট হয়না। বাংলার মনের কথাটাই ধরতে পারিনি অভিষেক ব্যানার্জি। অভিষেকের স্নেহে মমতা ব্যানার্জি ধৃতরাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিলেন। যে সমস্ত লোকজন দলকে ভালোবাসেনি তাদেরই গুরুত্ব দিয়েছে অভিষেক ব্যানার্জি।' ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, 'অভিষেক ব্যানার্জি এমএলএ-এমপিদের চাকর-বাকর মনে করতো। নিজেকে রাজা ভাবতো। অভিষেক ব্যানার্জির জন্যই পুরো তৃণমূল কংগ্রেসটা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল।' ধীরে ধীরে তৃণমূলের অনেক নেতাই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। তবে সকলেরই নিশানায় আছেন অভিষেক ব্যানার্জি। এই সমস্ত দেখে একটা গানের কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পেল : নরেন্দ্র মোদি

কুনাল মালিক

১৫ বছরের মধ্যেই তৃণমূলের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৩ টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেয়েছে ৮১টি আসনে, বাম জোট ২টি, কংগ্রেস ২টি এবং এজেইউপি ২টি আসনে। বিজেপি ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস ৪১ শতাংশ, বামজোট ৪ শতাংশ, কংগ্রেস জোট ৩ শতাংশ, এবং এজেইউপি ৬ শতাংশ। ৪ মে ফল প্রকাশের পর নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার্তা দেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয়ের পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পেল। পশ্চিমবঙ্গ ভয় মুক্ত হল।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, '১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ জনসংঘ স্থাপন করে বার্তা দিয়েছিলেন, 'দেশের জন্য বাঁচতে হবে দেশের জন্য মরতে হবে'। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রই সবার আগে এই মন্ত্র নিয়ে চলতে হবে।' বাংলাকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি আজীবন লড়াই করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ যে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এবার সত্যি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার বলেছেন, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে বিজেপি সরকার গড়বে, অঙ্গ অর্থাৎ বিহার এবং কলিঙ্গ বা উড়িষ্যায় ক্ষমতা রয়েছে বিজেপি, বাকি ছিল বাংলা। সেই বৃত্ত এদিন সম্পূর্ণ হল। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গ জয় তৃপ্ত করেছে প্রধানমন্ত্রীকে। দিল্লির সদর দপ্তরে নরেন্দ্র মোদী এদিন ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত হয়ে বাঙালিবাবু সাজে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেখানে বাংলায় বাজছিল, 'পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার'। নরেন্দ্র মোদী এদিন সকল স্তরের নেতা কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আপনাদের জন্য এই জয় সম্ভব হয়েছে। বাংলায় রাজনৈতিক হিংসায় অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, এবার বদলা নয় বদল চাই।

এরপর দুয়ের পাতায়

সাগরে বিধায়কের নজিরবিহীন সৌজন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাকদ্বীপ এবং সাগর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল জনগণ। কাকদ্বীপ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন মন্টুরাম পাখিরা। তাকে বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা ৪,৭৬০ ভোটে হারিয়ে দিলেন। অন্যদিকে, গঙ্গাসাগরের তৃণমূলের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এই দুর্গকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল। তিনি ৭,৮৮১ ভোটে জয়লাভ করেছেন। কাকদ্বীপ এবং সাগরে বিজেপির এই উত্থান হল কি কারণে? এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের একদা উপাধ্যক্ষ অর্থাৎ তখন তিনি শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ছিলেন ফাল্গুনী মণ্ডল বর্তমানে যিনি একজন বিজেপির নেতা তিনি জানালেন, সাগরে শ্বশুর-জামাইয়ের অত্যাচারে মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। শ্বশুর হচ্ছেন বঙ্কিম হাজরা আর তার জামাই হচ্ছেন স্বপন প্রধান যিনি সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি।

এরপর দুয়ের পাতায়

ছবি : অরুণ লোধ

বাংলায় বিজেপির উত্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নিঃশব্দ বিপ্লব

কুনাল মালিক : পশ্চিমবঙ্গে এই যে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে বিজেপির উত্থান হল তার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছিল নিঃশব্দ বিপ্লব। অনেকেই মনে করছেন কাঁধে ঝোলা নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারকদের কাছে ল্যাপটপ হাতে ঘুরে বেড়ানো আইপ্যাকের উচ্চ মাইনে প্রাপ্ত চাকরিজীবীরা পরাস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেখানে আমরা দেখেছি তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বিজেপি কার্যত ভরাডুবি হয়েছিল। ওই বিধানসভা নির্বাচনে আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে সেভাবে তৎপর হতে দেখা যায়নি। সেই ভুলটা পরবর্তী সময়ে বুঝতে পেরেছিল বিজেপি। তাই ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনের পরই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং আরএসএসের শীর্ষ নেতৃত্বরা যৌথ বৈঠক করে ২০২৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনের জন্য গেমপ্ল্যান তৈরি করেন সুকৌশলে। আরএসএসের সংঘ প্রধান মোহন ভাগবতে এবার বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এসে কার্যত নতুন এক বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তিতে এই বিপুল জয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, পশ্চিমবঙ্গে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং মধ্যবঙ্গ ভাগ করে আরএসএস এখানে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সূত্রে খবর, বিশেষ করে জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকাতে সংঘের পূর্ণ সময়ের প্রচারকরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। সামাজিক ও সেবামূলক কাজ ভোটের রাজনীতির বাইরে আরএসএস বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মাধ্যমে জনমানুষে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্কুল চালানো, চিকিৎসা পরিষেবা, সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করেছে আরএসএস। তাছাড়া সরস্বতী শিশু মন্দির নামে রাজ্যে কয়েক হাজার বিদ্যালয় পরিচালনা করে সংঘ, যা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের ভিত্তি তৈরি করেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারী সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বেচ্ছা সেবকরা সবসময়ই মানুষদের পাশে থেকে তাদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করেছে। এমনকি মতুয়া ও রাজবংশীদের নাগরিকত্ব ও অনুপ্রবেশের ইস্যুগুলো নিয়ে দিনরাত প্রচার চালিয়ে সংঘ একটি শক্তিশালী জনমত তৈরি করেছিল। এবারের নির্বাচনে প্রতিনিয়ত বিজেপি এবং আরএসএস তাদের সঙ্গে সমন্বয়ে রেখে কাজ করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যারা প্রচারক বা সদস্য তারা কখনোই প্রকাশ্যে আসতে চায় না কারণ তারা কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা হাতে তুলে নেন না। কিন্তু পর্দার আড়ালে তারা নিঃশব্দে কাজ করে গেছেন। সংঘের প্রচারকরা সমাজের শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, ডাক্তার, পুরোহিতদের মাধ্যমে তাদের প্রচার করেছেন কারণ সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর কোনদিনই তারা ভরসা করেনি। তাছাড়া রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তীর আগে সংঘের যারা প্রচারক সদস্য বিভিন্নভাবে তার প্রচার করেছেন এবং এই সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আগে যখন পশ্চিমবঙ্গে বামজমানা ছিল তখন সংঘের পক্ষে অতটা মসৃণ ছিল না বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে। বামজমানার অবসান হওয়ার পরই তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর পরিবেশ পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূল হয়েছে। গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা বহুগুণ বেড়েছে। আগামীদিনে এই পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস-এর শাখা সংখ্যা আরো যে বৃদ্ধি হতে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তাই বলছেন বাংলায় বিজেপির এই উত্থানে আসলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঙ্ঘেরই নিঃশব্দ বিপ্লবের ফল।

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজার কাঁচা তেল নির্ভর

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি শক্তি বাড়িয়ে নিয়ে দেশের রাজনৈতিক স্থিরতা আরো

মজবুত করার সাথে সাথে কাঁচা তেলের দামে পতন শুরু হয়েছে। আর তার হাত ধরে বাজার আবার উপরের দিকে এই লেখা যখন লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৪,৩০০–এর কাছাকাছি যা আগামীদিনে ২৫,০০–কে ক্রস করতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নিচের দিকে ২৩,৫০০–তে খুব ভালো সাপোর্ট রয়েছে। তবে ২৫,০০০ এর উপরে যতক্ষণ না চলছে ততক্ষণ বড় মুভমেন্ট আশা করা যায় না। বাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের যে ক্রমাগত বিক্রি সেটা অনেকটা থমকে গেছে বলা যেতে পারে। এখন কাঁচা তেলের দামই একমাত্র পাখির চোখ। সেটাই নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার উপরের দিকে যাবে কি নিচের দিকে আসবে।

বধ করতেই হবে ভারত

প্রথম পাতার পর

তবে বর্তমান ভারতভূমে তা আর সম্ভব নয়। কৃষ্ণ ও বলরামের আগমনে মথুরা ভূমিতে যেমন শুভ শক্তির উদয় ঘটেছিল তেমনই জনগণের রায়ে ৪ মে রাষ্ট্রবাদী শক্তির বোধন হয়েছে বঙ্গভূমে। আজ ৯ মে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। মানুষ এখন সেই সন্ধিক্ষণের অপেক্ষায় যখন বধ হবে ভারত বিরোধী টুকরে টুকরে গ্যাংএর ঔদ্ধত্য।

তারই ক্ষেত্র রূপে সেজে উঠেছে কলকাতার ব্রিগেড ময়দান যেখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠ করাবেন পুরোহিত পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিরা। কাড়া–নাকাড়া বাজিয়ে এই শুভ শক্তিকে আহ্বান জানাবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য, মুখ্য প্রশাসক রূপে উপস্থিত পৃষ্ঠেপোষকগণ ও সাধারণ রাজ্যবাসী যারা এই সন্ধিপুজোর মূল আয়োজক। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং সহ পর্যবেক্ষক ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, শমীক ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর জোড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী লড়াকু নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এখন শুধুই অশুভ শক্তি বধ হয়ে শুভ শক্তি উদয়ের পালা। মানুষ অধীর অপেক্ষায় রয়েছে কখন চন্দ্রকলার অন্ধকার একটু একটু কেটে গিয়ে বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে কোজাগরী পূর্ণিমার আলো।

বেনোজলে পদ্ম!

প্রথম পাতার পর

ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান ম্যাজিকের মত সবুজ ধুয়ে গেরুয়ায় রাঙিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। ভোটের আগে হাটে–বাজারে, সভা–সেমিনারে, চায়ের দোকানে–ঘরোয়া আড্ডায় বহু বাঙালি বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন ছিল, বিজেপি কী কোনোদিন বাঙালির পার্টি হতে পারবে? উত্তর খুঁজে নিতেন নিজেরাই, মোটেই না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অবাঙালিরাই বাংলা চালাবে। তাঁরা এখন নিশ্চই দেখছেন, বিজেপিকে বাঙালি হতে হচ্ছে না, বাঙালিরাই দলে দলে বিজেপি হয়ে যাচ্ছে।

তবে বাংলার জনগণের প্রশ্ন, এঁরা কারা? এটা কি ভালোবাসার আবেগ, অত্যাচারিতের আশ্রয় খোঁজা নাকি রং বদলে অপরাধীদের বেঁচে থাকার কৌশল? এর উত্তর খুঁজতে হবে তাদের যাদের হাতে বাংলার দায়িত্ব তুলে দিয়েছে জনগণ। বিগত দলের শাসনকালে বামফ্রন্ট দল থেকে বেনোজল তাড়িয়ে উন্নততর বামফ্রন্টের স্বপ্ন ফেরি করেছিল। বলেছিল, সরকার পরিবর্তন নয় দলেরই পরিবর্তন করা হবে। আবার শহর থেকে গ্রামে পোস্টার পড়েছিল নতুন তৃণমূলের। নব প্রজন্মের হাত ধরে নাকি পাল্টে যাবে দল। কেউ পারেনি। পারার কথাও নয়। বেনোজলে বাস করা জোঁকেদের একবার শরীর স্পর্শ করার সুযোগ দিলে নিঃশব্দে চুষে নিয়ে যায় দেহের রক্ত। ছাড়াতে না পারলে রক্তশূন্য শরীর ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এভাবেই বেনোজলের জোঁকের আক্রমণে মৃতপ্রায় বাম ও তৃণমূল অন্তর্জলি যাত্রায় শেষ দিনের দিন গুনছে। তাই সাবধান হতে হবে বিজেপিকে। বেনোজলে পদ্ম ফোটাবার চেষ্টা করলে ডুবে মরতে হবে অকালে।

নজিরবিহীন সৌজন্য

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া নামখানা এলাকায় তৃণমূলের অনেক তরুণ নেতাই এবারে সাগর বিধানসভার প্রার্থী হবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপরে তৃণমূল আস্থা রাখায় অনেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। তারাও তলে তলে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু তোষণ নীতি অনেকেই

মেনে নিতে পারেনি। কাকদ্বীপে তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজি সহ নানা অবৈধ কাজে জড়িত ছিল। ভয় দেখিয়ে অনেককে জোর করে তৃণমূল কংগ্রেস করানো হত। কাকদ্বীপ–সাগর এলাকায় প্রচুর শিক্ষিত মানুষ আছেন তারা তাই তাদের জনমত ঠিক জায়গায় দিয়েছেন। অনেক শিক্ষিত যুবক–যুবতী তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিজেপিকেই সমর্থন করেছে।

অন্যদিকে, সাগর বিধানসভার নব–নির্বাচিত বিধায়ক শিক্ষক সুমন্ত মণ্ডলও সৌজন্যের নজির গড়লেন। নামখানায় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস দখল হয়ে গিয়েছিল। সুমন্তবাবু নিজে সেই অফিস খুলে দিয়ে কর্মী–সমর্থকদের শান্ত হতে বলেছেন। এমনকি গঙ্গাসাগরে বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার দলীয় কার্যালয়েও তালা দেওয়া হয়েছিল। সুমন্ত মণ্ডল নিজে সেই তালা খুলে দেন। তিনি জানালেন, 'মানুষ আমাদের পছন্দ করেছেন তাই ভোট দিয়েছেন। আমাদের এখন অনেক দায়িত্ব তাদের জন্য। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বলব জোর করে পার্টি অফিস দখল করবেন না এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আগামীদিনে লট নম্বর ৯ থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত মুড়িগঙ্গার ওপর ব্রিজ নির্মাণকে গুরুত্ব দেওয়াই প্রথম কাজ হবে আমার। সামনেই বর্ষা আসছে তাই নদী বাঁধগুলো যতটা সম্ভব সংস্কার করতে হবে। সেই সঙ্গে আগামীদিনে বকখালি পর্যটন কেন্দ্র কে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে।'

কেন্দ্রে ৮৪ ট্রান্সলেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট অফিস, রেলওয়ে বোর্ড, আর্মড ফোর্সের হেড কোয়ার্টার্স ও সাব–অর্ডিনেট অফিসে কাজের জন্য জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর ও জুনিয়র ট্রান্সলেটর পদে ৮৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

হিন্দি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে ইংরেজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইংরেজি বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে হিন্দি অন্যতম বিষয় হিসাবে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। হিন্দি মাধ্যমের যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ করা ডিগ্রি কোর্সে ইংরেজি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকলেও যোগ্য। ইংরেজি মাধ্যমের যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ করা ডিগ্রি কোর্সে হিন্দি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকলেও যোগ্য। যে কোনো বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ করা ইংরেজি ও হিন্দি বিষয় ডিগ্রি কোর্সে থাকলেও আবেদন করতে পারেন।

ওপরের সব ক্ষেত্রে হিন্দি থেকে ইংরেজির ট্রান্সলেশন সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে কিংবা হিন্দি থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট সংক্রান্ত কাজেও ভাইস–ভার্সা সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৬–র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৬ থেকে ১–৮–২০০৮ এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলী প্রার্থীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫ বছর, ও.বি.সি.হলে ১৩ বছর) বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩ বছর, ও.বি.সি. হলে ১১ বছর) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮৪টি।

চাকরি হবে এইসব পদে :

(ক) জুনিয়র ট্রান্সলেটর ইন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ সার্ভিস,

(খ) জুনিয়র ট্রান্সলেটর ইন আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স,

(গ) জুনিয়র ট্রান্সলেটর/জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর ইন সাব–অর্ডিনেট অফিস।

(ঘ) সিনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর/সিনিয়র ট্রান্সলেটর/সিনিয়র ট্রান্সলেশন অফিসার।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্বাইন্ড হিন্দী ট্রান্সলেটার এক্সামিনেশন, ২০২৬ (Combined Hindi Translator Examination, 2026) পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু'টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব–ভারতের এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা (৪৪১০), শিলিগুড়ি (৪৪১৫), কল্যাণী (৪৪১৯), গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচি (৪২০৫), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৯০২), ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলং (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১)।

এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এই ২টি পার্টে : (ক)জেনারেল হিন্দি–১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল ইংলিশ–১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১২০ মিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। এই পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ২ ঘন্টার পেন পেপার মোডের পরীক্ষায় থাকবে ট্রান্সলেশন ও প্রবন্ধ লেখা।

এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন,এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in– দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://ssc.gov.in এর জন্য বৈধ একটি ই–মেল আই. ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ৪ কে.বি. থেকে ১২ কে.বি.–র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি হয়ে যাবে। তখন ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন ১৫ মে–এর মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ১৯ ও ২০ মে–র মধ্যে। আরো বিস্তারিত। তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সরকারে ৭৩১ স্টেনো

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড–সি ও স্টেনোগ্রাফার গ্রেড–ডি) পদে ৭৩১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনো শাখায় উচচমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্রেড–ডি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ৮০টি ও ৫০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। আর গ্রেড–সি স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ১০০টি ও ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। বয়স হতে হবে স্টেনোগ্রাফার গ্রেড–সি পদের বেলায় ১–৮–২০২৬–এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৬ থেকে ১–৮–২০০৮–এর মধ্যে। আর স্টেনোগ্রাফার গ্রেড–ডি পদের বেলায় ১–৮–২০২৬ এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৯ থেকে ১–৮–২০০৮ –এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫ বছর, ও.বি.সি. হলে ১৩ বছর) বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে – ৮ (তপশিলী হলে ১৩ বছর, ও.বি.সি. হলে ১১ বছর) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পরিশ্রমের কাজে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ হতে হবে। চাকরি হবে গ্রুপ–বি নন–গেজেটেড অফিসার পদে। মূল মাইনে পে ব্যান্ড অনুযায়ী। শূন্যপদ ৭৩১টি।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। ২০২৬ সালের স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড–সি ও গ্রেড–ডি) এক্সামিনেশন–এর মাধ্যমে। প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে জুলাই–আগস্টে। পরীক্ষা হবে পূর্ব–ভারতের এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা (৪৪১০), শিলিগুড়ি (৪৪১৫), কল্যাণী (৪৪১৯), সিউড়ি (৪৪১৬), আসানসোল (৪৪১৭), বর্ধমান (৪৪২২), দুর্গাপুর (৪৪২৬), গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচি (৪২০৫), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৯০২)। ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলং (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১)।

এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি পার্টে –

(ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন,

(খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন,

(গ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড। কম্প্রিহেনশন – ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে স্কিল টেস্ট। গ্রেড–সি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

গ্রেড–ডি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ৮০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৫০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন ১৬ মে–এর মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২০ ও ২১ মে–এর মধ্যে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

আত্মা শান্তি পেল : নরেন্দ্র মোদি

প্রথম পাতার পর

এই জয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা শুধু বিজেপির জয় নয় গণতন্ত্রের জয়, সংবিধানের জয়। নরেন্দ্র মোদি আরো বলেন, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর সর্বত্র পদ্ম ফুটেছে। বিহারে ভোটের পরেই বলেছিলাম গঙ্গা বিহার হয়ে গঙ্গাসাগরে যায়। এই জয়ের সঙ্গে বন্দেমাতারামের ১৫০ বছরের ভারতমাতা ও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করার পাশাপাশি ঋষি অরবিন্দকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন বাংলার মানুষ। অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও কড়া বার্তা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এই ইসুটি ভোটে গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সূত্রে নরেন্দ্র মোদী বিষয়টির উত্থাপন করেছেন। এদিন নরেন্দ্র মোদী আরো বলেছেন, বাংলার মহিলারা নিরাপদে থাকবেন এবং যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। এরই পাশাপাশি অতীতে নির্বাচনে হিংসায় বাংলায় যেসব বিজেপি কর্মী সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বাংলায় আমাদের বহু কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। বহু মহিলাকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বাংলার এই জয় আমি তাদের সমর্পণ করলাম।'

মাধ্যমিকে অষ্টম হাওড়ার অনীক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৬ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে হাওড়ার অনীক দাস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। বাবা সামান্যই মুদির দোকান চালান। স্বল্প আয়েই চলে সংসার। কঠিন লড়াইয়েও সাফল্য পেয়েছে জুজারসা প্রণনাথ মান্না ইনস্টিটিউশনের ওই ছাত্র। অনীকের এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুক্রবার সকালে তাদের বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে মানুষের ঢল নামে। আত্মীয়–পরিজন, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে শিক্ষক–শিক্ষিকারা সকলেই তার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

অনীকের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, নিয়মিত পড়াশোনা এবং পরিবারের নিরন্তর সমর্থন। প্রতিদিন সে গড়ে ৭–৮ঘন্টা পড়াশোনা করত। এখন ভবিষ্যতের লক্ষ্য পূরণের আশায় এগিয়ে চলেছে।

শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকার পরিবর্তন হতেই বেশ কিছু দুষ্কৃতীরা বেরিয়ে পড়েছেন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। সঙ্গে নিয়েছেন গেরুয়া আবির আর পদ্ম ফুলের ঝান্ডা। গ্রামের পর গ্রাম, পাড়ার পর পাড়া, হুমকি দোকান ভাঙচুর তালা লাগানো থেকে শুরু করে সবকিছুই চলছিল অবাধে। রাতে দিনে চলছিল তান্ডবের পর তান্ডব। এর ফলে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছিল সদ্য ক্ষমতা পাওয়া বিজেপির। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে তৈরি হচ্ছিল শাসক দল সম্পর্কে নতুন করে উদ্বেগ। এবার তাই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কঠোর বার্তা দিল ক্যানিং মণ্ডল কমিটি। এ বিষয়ে বিজেপির জেলা মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট পবিত্র পাত্র মাইকিং করে মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান করে। শুধুই প্রচার করে বা বার্তা দিয়ে ক্ষান্ত হননি। বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত বাড়িতে বা দোকানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সব বিজেপি নেতৃত্ব দাঁড়িয়ে থেকে খুলিয়ে দিয়েছে এবং মানুষের কাছে বেশ কিছু জায়গাতে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে তারা। এর ফলে জনমানসে তৈরি হয়েছে এক আলাদা ভাবমূর্তি।

মাধ্যমিকের কৃতী শুভ্রনীলকে শুভেচ্ছা জেলা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় রাজ্যের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর ছাত্র শুভ্রনীল মিস্ত্রী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯। ছোট থেকেই অসম্ভব মেধাবী ওই ছাত্র আগামীদিনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। শুক্রবার হাওড়ার বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারে শুভ্রনীল জানায়, জীবনে সময়ের মূল্য অনেক। তাই সময়কে অবহেলা করলে চলবে না। সময় পেরিয়ে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। আমার এই সাফল্যের জন্য বাবা–মা, আত্মীয়–স্বজন, স্কুলের সমস্ত শিক্ষক যারা আমাকে পড়াশোনা করিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি আরও ভালো ফল আশা করেছিলাম। অবসর সময়ে ফুটবল খেলার প্রতি আমার আগ্রহ রয়েছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারে অনেকের আসক্তি প্রসঙ্গে শুভ্রনীল জানায়, মোবাইল ফোন ব্যবহারের যেমন ভালো দিক আছে তেমনই মন্দ দিকও আছে। মোবাইলকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং মোবাইল ব্যবহার সীমিত করতে হবে। তবেই ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। শুভ্রনীলের মা বলেন, যতক্ষণ

ছেলে পড়াশোনা করত ততক্ষণ আমি ওর পাশে বসে থাকতাম। ও পড়াশোনায় খুবই মনোযোগী ছিল। কোনওদিন ফাঁকি দেয়নি। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তো। যে ক্লাসে পড়াশোনা করতো তার থেকে আরও উঁচু ক্লাসের বই পড়ে নিজেকে এগিয়ে রাখত। আগামীদিন ওর আরও সাফল্য কামনা করছি। প্রসঙ্গতঃ মাধ্যমিকের রাজ্যের মেধা তালিকায় হাওড়া জেলা থেকে শুভ্রনীলের পাশাপাশি আরও তিন কৃতী ছাত্রছাত্রী এবার সাফল্য পেয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য শুভ্রনীলকে তার অভাবনীয় সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা প্রদান করেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার দলের প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাঞ্জল চ্যাটার্জী, পাঁচলা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রঞ্জন পাল, হাওড়া জেলার সহ–সভাপতি রুদ্র প্রতাপ দাস, মধ্য হাওড়া কনভেনার শিব শঙ্কর সাধুখাঁ, জেলা সম্পাদক সুকমল ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সকলের পক্ষ থেকে তাকে অনুরোধ করা হয়, আগামী দিন আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠা লাভের পর সে যেন এই পশ্চিমবাংলার মানুষের সেবার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে।

এছাড়াও হাওড়া জেলা থেকে যুগ্ম দশম হয়েছে উদয়নারায়ণপুরের খিলা গোপীমোহন শিক্ষাসদন স্কুলের ছাত্র সাগ্নিক ভৌমিক এবং পাঁচলার দেউলপুর হাইস্কুলের ছাত্রী সুচিস্মিতা চক্রবর্তী। তাদের দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৯ মে – ১৫ মে, ২০২৬

মেষ রাশি : – কিছু প্রতিকূলতা আসবে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস সেগুলো কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা দেবে। আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দেবে। বন্ধু বা আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ আসবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। নেতিবাচক – কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর মনে ঈর্ষা জন্মাতে পারে, যা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃষ রাশি : – পরিস্থিতি কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে। আপনার কাজের ধরণ এবং সংগঠনে উপযুক্ত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন। আপনার ইতিবাচক এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যেকোনো সমস্যার অনেকাংশ সমাধান করবে। নেতিবাচক – সচেতন থাকুন যে আপনার অসাবধানতার কারণে লেনদেনের সময় ক্ষতি হতে পারে।

মিথুন রাশি : কিছু কাজে সাফল্য পেতে আপনাকে কৌশলগতভাবে কাজ করতে হবে। সাফল্য অর্জনের জন্য কিছুটা বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজের সর্বোত্তম স্বার্থের কথা ভাবা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু খেয়াল রাখবেন যেন অন্যদের ক্ষতি না হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্পর্ক আপনার জন্য নতুন সাফল্য বয়ে আনবে। এই সম্পর্কগুলোর সদ্ব্যবহার করতে শিখুন।

কর্কট রাশি : আপনার বাড়ি বা কর্মজীবন সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। যদি আপনার কোনো মামলা বিচারাধীন থাকে, তবে রায় আপনার পক্ষে আসতে পারে। আপনি আপনার আর্থিক কর্মকাণ্ড শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং এ সংক্রান্ত কিছু পরিকল্পনাও করবেন।

সিংহ রাশি : গ্রহের অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে আপনার নিজের কথা ভাবা এবং নিজের জন্য কাজ করা উচিত। সতর্ক এবং সংগঠিত থাকা আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপকে ব্যর্থ করে দেবে। ধার্মিক প্রকৃতির কারো সাথে সাক্ষাৎ আপনাকে অপরিসীম মানসিক শান্তি এনে দেবে।

কন্যা রাশি : আপনি সহজেই যেকোনো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, অথবা পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সমাধান হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে।

তুলা রাশি : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্পত্তি বা লেনদেন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন; আপনি সাফল্য পেতে পারেন। বিচক্ষণতা ও কৌশলের সাথে কাজ করলে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসবে।

বৃশ্চিক রাশি : আপনি আপনার দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে সফল হবেন। আপনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছ থেকেও সাহায্য পাবেন। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ–তরুণীরা তাদের পড়াশোনা এবং কর্মজীবন সম্পর্কিত চলমান সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পেয়ে স্বস্তি বোধ করবে।

ধনু রাশি : যারা স্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন, তাদের জন্য সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আপনার কাজের পরিকল্পনা করা এবং কাজে মনোনিবেশ করা আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। স্বল্পমেয়াদী বা দূরপাল্লার ভ্রমণেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপকারী প্রমাণিত হবে। নেতিবাচক – অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করুন। শিক্ষা বা কর্মজীবন নিয়ে কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে। তবে, আপনার পরিচিতরা কিছু সমাধান দিতে পারেন।

মকর রাশি : আপনি কিছু বিশেষ মানুষের সাথে দেখা করবেন এবং মতবিনিময় চমৎকার হবে। আপনি নতুন তথ্যও লাভ করবেন। ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক আপনার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি বয়ে আনবে। কথোপকথনে জড়িয়ে না পড়ে, সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের কোনো সদস্যের অসামান্য সাফল্যের কারণে বাড়িতে উৎসবের আমেজ থাকবে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াবে এবং আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত করবে। আর্থিক লেনদেন করার সময় আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

মীন রাশি : ব্যস্ততাপূর্ণ থাকবে এবং দায়িত্ব বাড়বে। পরিবারে শান্তি ও সুখ বজায় রাখা আপনার অগ্রাধিকার হবে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ আপনার মধ্যে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করবে এবং আপনি অসমাপ্ত কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হবেন। নেতিবাচক – বাস্তববাদী হোন। আপনার পরিকল্পনা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, অন্যথায় তারা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করুন এবং সেগুলো উন্নত করার জন্য কাজ করুন।

শব্দবার্তা ৩৯০

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. উপস্থিতি, অবস্থান ৪. গোঁজামিল ৫. আড়ম্বর, জাঁকজমক ৭. উত্তোলক ৯. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত ১০. সিংহাসন।

উপর–নীচ

১.গোপন ২.সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য ৩.অতি নিকটজন ৬.রাজমিস্ত্রিদের ব্যবহার্য প্রান্তভাগে ভারযুক্ত সুতো ৭. শান্তি, নিবৃত্তি ৮. শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞ।

সমাধান : ৩৮৯

পাশাপাশি : ১. অধিকারী ৪. ব্যর্থ ৫.জবাবদিহি ৭.আলাম ৯. নামতা ১০. খবরদার ১১.সরি ১২. চুরমার।

উপর–নীচ : ১.অর্থ ২. কারবার ৩. ইলাহি ৪.ব্যয়লাঘব ৬.দিনমজুর ৮. গদাধর, ১০.খবর ১১.সর।

কোনও সিন্ডিকেট রাজ বা তোলাবাজি চলবে না : অনুপম

সুমন আদক, হাওড়া : হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম ঘোষ বিজয়ী হয়েছেন। ৪ মে বিকেলে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'এখানে কোনও সিন্ডিকেট বা তোলাবাজি চলবে না। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে থাকবেন। ব্যবসায়ীরা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করবেন।'

অবৈধ মাদক বিক্রি বন্ধ করতে তৎপর গেরুয়া শিবির

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : রাজ্যে পালা বদল হয়েছে। ক্ষমতায় গেরুয়া শিবির। চলছে জয়ের আনন্দোৎসব। ৫ মে ক্যানিং পশ্চিমের ২ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে বিজয় মিছিল করা হয়। বিজয় মিছিল থেকে স্পষ্টবার্তা

দিয়ে বলা হয়, এলাকায় কোনরকম অবৈধ মদ–গাঁজা বিক্রি করা যাবে না। স্থানীয়দের দাবি, মদ গাঁজা বন্ধ হলে এলাকায় দুষ্কৃতিদের দাপট কমবে। শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ইটখোলা পঞ্চায়েতের ২ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক ভোলানাথ মণ্ডল জানিয়েছেন, 'আমরা কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদেরকে নিয়ে মঙ্গলবার এলাকায় বিজয় মিছিলে সামিল হয়েছিলাম। সেখান থেকে এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোন প্রকার অবৈধভাবে মদ গাঁজা বিক্রি করা না হয় এবং এলাকায় যাতে শান্তি বজায় থাকে। ভবিষ্যতে যদি কেউ উপেক্ষা করে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য থাকবো।'

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেটে মিষ্টি বিলি বিজেপির

অভীক মিত্র, বীরভূম : ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল গেটে অনেক শ্রমিকের গেট পাস কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকদের মারধর করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভোটে জেতার পরে বিজেপি পাল্টা ওই রাস্তা নিতে পারে এইরকম আতঙ্ক কাজ করছিল তৃণমূল সমর্থিত শ্রমিকদের মধ্যে। তাই শ্রমিকরা যাতে নির্ভয়ে কাজ করে ভয়ের পরিবেশ কাটিয়ে যাতে নির্ভয়ে কাজে যোগ দেয় সেই বার্তা নিয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল গেটে বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াইয়ের নেতৃত্বে চিনপাই অঞ্চল বিজেপির কর্মীরা সকল শ্রমিকদের মিষ্টি বিতরণ করলো। সেই সাথে শ্রমিকরা যাতে নির্ভয় কাজে যোগ দেয় সেই বার্তা দেওয়া হয়।

উমেশ রাইয়ের বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ার গোলমোহর থেকে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই এর নেতৃত্বে এক বিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই কেন্দ্রে বিজেপির বিশাল জয়ের পর মানুষকে শুভেচ্ছা

এবং অভিনন্দন জানাতে এদিন ওই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য ওই মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। হুডখোলা গাড়িতে উমেশ রাই সাধারণ মানুষকে করজোড়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, 'দল কাকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করবে সেটা দলই সিদ্ধান্ত নেবে। যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনিই বাংলার উন্নয়নে কাজ করবেন।'

বিধায়কের লক্ষ্য পানীয় জল ও পুনরায় ট্রেন চালুর ব্যবস্থা

অভীক মিত্র, বীরভূম : পানীয় জলের সমস্যার সমাধান এবং ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথে পুনরায় ট্রেন চালুই লক্ষ্য দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্র থেকে নব নির্বাচিত বিধায়ক অনুপকুমার সাহা এই আশ্বাস দেন। বীরভূম জেলার অন্যতম সমস্যা–পানীয় জল। গ্রীষ্মকাল এলে তা প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমানে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্র থেকে নব নির্বাচিত বিধায়ক অনুপকুমার সাহা পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

অপরদিকে পারশুন্ডি গ্রামপঞ্চায়েতের আড়ং গ্রামে দুই দশক ধরে বন্ধ থাকা ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথে পুনরায় ট্রেন চালু করার আশ্বাস দেন বিজেপি প্রার্থী তথা নব নির্বাচিত বিধায়ক অনুপকুমার সাহা।

পলাশস্থলী স্টেশন ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামতাড়া জেলার অন্তর্গত। অন্ডাল–সাঁইথিয়া রেলপথের ভীমগড় স্টেশন থেকে রেললাইন আলাদা হয়ে হজরতপুর, রসোয়ান, বড়রাগ্রাম, লছমনপুর রোড স্টেশন হয়ে ট্রেন চলে যেতো পলাশস্থলী স্টেশন পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার ছিল এই রেলপথ। সারাদিনে চারটি ট্রেন চলতো। ১৯৫৩ সালে চালু হয়েছিল এই রেলপথ, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম ছিল এই রেলপথ। যাত্রী ট্রেন না চললেও হজরতপুর পর্যন্ত আজও মালগাড়ি চলে। বড়রা গ্রামের পরের এলাকায় পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলতে তুলতে এই রেললাইনের তলায় মাটি ফাঁকা

হয়ে গিয়েছে। ২০০২ সালে এই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ঝাড়খন্ড সরকারও এই রেলপথ চালু করার দাবি জানিয়েছে কিন্তু লাইনের বিপজ্জনক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে বন্ধ থাকা এই রেলপথের রেললাইন চুরি করার অভিযোগে শেখ ইস্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের জেরা করে কৈথির ঝোপজঙ্গল থেকে রেললাইনের ৩০টি টুকরো উদ্ধার করা হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আসানসোল ডিভিশনের তৎকালীন ডিআরএম পারমানন্দ শর্মা ধানবাদের মুখ্য খনি উপদেষ্টা এবং আসানসোল বিভাগের অন্যান্য শাখা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পরিদর্শন করেছিল। ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবিতে একাধিকবার রেলমন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছিল অনুপকুমার সাহা। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, হজরতপুরের পর থেকে কয়লা তোলার জন্য রেললাইনের নীচের অংশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সেফটির কারণে ট্রেন বন্ধ আছে। রেলদপ্তর চেষ্টা করছে ভবিষ্যতে ট্রেন চালু হতে পারে। ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আসানসোলের একটি বেসরকারি লজে বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের নিয়ে পূর্ব রেলের করা বৈঠকে পূর্ব রেলের জিএম এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএমের উপস্থিতিতে দুমকা লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ নলিন সোরেন অন্ডাল–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছিল।

দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্র থেকে নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, ঝাড়খন্ডের সঙ্গে বীরভূম তথা পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ। রেল দপ্তর রুট ম্যাপ সহ প্রপোজাল জমা দিতে বলেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে রুট ম্যাপ ঠিক করে রেল দপ্তরের দ্বারস্থ হবো।

পালাবদলে 'ত্রাস' জাহাঙ্গীর পলাতক, স্বস্তিতে ঘরে ফিরছে ফলতাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পলাতক জাহাঙ্গীর খান ও তার কথিত 'বাইক বাহিনী'। দীর্ঘদিন ঘরছাড়া থাকার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন ফলতার বহু বাসিন্দা। তবে এলাকায় এখনও আতঙ্কের

ছাপ স্পষ্ট বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাহাঙ্গীর খান ও তার অনুগামীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিরোধীদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, সিন্ডিকেট, ভোট লুঠ, তোলাবাজি এবং ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার মতো নানা অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তোলা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হত বা জোর করে দোকান দখল নেওয়া হত।

এছাড়াও মহিলাদের হুমকি ও অত্যাচারের অভিযোগও তুলেছেন এলাকাবাসী। দাবি, জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললেই তাকে দলীয় কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর ও নির্যাতন করা হত। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলেও তোলাবাজির প্রভাব পড়ে। একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। এই সব মানুষ ও শিল্প না থাকায় বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বেঙ্গালুরু, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছে।

দীর্ঘদিনের এই পরিস্থিতিতে বহু বাসিন্দা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তারা ফিরতে শুরু করলেও ভয়ের পরিবেশ পুরোপুরি কাটেনি বলে জানিয়েছেন অনেকেই। তবে রাজ্যের পালাবদলের পাশাপাশি আগামী ২১ তারিখ রয়েছে ফলতা বিধানসভার নির্বাচন। গত ২৯ এপ্রিল ফলতা বিধানসভায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই ভোটে কার চুপের অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা যেখানে একাধিক ইভিএম মেশিনে টেপ দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন বুথে বিভিন্ন সময়ের সিসিটিভি কোন ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

অন্যদিকে, ভোটারদের বারে বারে ভয় দেখানোর খবর সামনে আসছিল। আর এই সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুব্রত গুপ্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে গোটা ফলতা বিধানসভা জুড়ে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানায়। আর সেই মতই আগামী ২১ মে রয়েছে ফলতা বিধানসভার পুনঃ নির্বাচন। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই ফলতা বিধানসভার প্রত্যেকটি জায়গাতেই আসতে আসতে সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। এই বিষয় নিয়ে মল্লিকপুর এলাকার এক গৃহবধূ পার্বতী হালদার কাঁদতে কাঁদতে জানায়, আজ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে আগুন জ্বলতো ফলতায় আমাদের ওপরে ২০২১ সালের পর থেকে কি নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে জাহাঙ্গীর খান ও তার বাহিনী যা ধারণার বাইরে। আজ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে তাই বাড়ির বাইরে বের হতে পারছি। মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘদিনের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হলাম। তবে সবকিছুর পরেও প্রশ্ন উঠছে হল ফলতার বেতাজ বাদশা জাহাঙ্গীর খান কোথায়? ভোটের ফলাফলের পর থেকেই এলাকায় আর তার দেখা মিলছে না। তবে আগামী ২১ তারিখ ভোট বাক্সে মানুষ কি ফলাফল দেয় তাই এখন দেখার।

হিংসা রুখতে কঠোর প্রশাসন

সৌরভ নস্কর, কাকদ্বীপ : নির্বাচন মিটলেও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না– এই কড়া বার্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াল সুন্দরবন পুলিশ জেলা। বুধবার একটি বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানান সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর। ভোট পরবর্তী কোনো ধরণের হিংসাত্মক ঘটনা বা বিশৃঙ্খলা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, তার জন্য সুন্দরবন জুড়ে কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। পুলিশ সুপার স্পষ্ট জানান, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। এদিনের প্রেস কনফারেন্সে পুলিশ সুপারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কো–অর্ডিনেটর কমান্ডার হরি সিং এবং প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

পুলিশ ও সিআরপিএফ (CRPF) বাহিনী যৌথভাবে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় টহল দিচ্ছে। কোনো প্ররোচনায় পা না দিতে এবং আইন নিজের হাতে তুলে না নিতে সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

হিংসার খবর পাওয়া মাত্রই যাতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বদা সজাগ রয়েছে এবং যেকোনো অশান্তি সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

তহবিল তছরূপের দায়ে হরলালকা হাসপাতালের ক্যাসিয়ার গ্রেপ্তার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের রামরিক দাস হরলালকা হাসপাতালের ক্যাসিয়ার শ্রীরঞ্জিত ঘোষ কে ১২,৫০০ টাকা তছরূপের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, গত ৩৮ দিনের ক্যাসে জমা অর্থ থেকে ঐ টাকা সরানো হয়। প্রকাশ, ব্যাঙ্কের চেকেও ১৮০০ টাকার কারচুপি ধরা পড়েছে। হাসপাতাল অডিটের সময় এই দুর্নীতি ধরা পড়ে। জানা গেল, সমগ্র অভিযোগটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। হাসপাতালের দুর্নীতি দমনকল্পে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ দেওয়ার ফলে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের দুর্নীতি পরায়ণ কর্মীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজকর্মের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ দাবী জানিয়েছেন অবিলম্বে রামরিক দাস হরলালকা হাসপাতালের দায়িত্বভার সরকার গ্রহণ করুণ।

১০ম বর্ষ, ০৮ মে ১৯৭৬, শনিবার, ২২ সংখ্যা

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে উড়ে গেল তৃণমূল

মলয় সুর, হুগলি : একসময় মনে করা হতো হুগলিতে সিপিএমকে হারানো মুশকিল, একদা হুগলির দাপুটে সিপিএম নেতা ছিলেন প্রয়াত সাংসদ অনিল বসু। কিন্তু ২০১১–এর পরিবর্তন ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল হুগলির বামদুর্গ, একমাত্র পাণ্ডুয়া সিপিএমের কমঃ আমজাদ হোসেন ছাড়া গোটা হুগলি জেলায় গায়েব হয়েছিল লাল পার্টি। তারপর থেকেই এই জেলায় জাঁকিয়ে বসে তৃণমূল। কিন্তু এবার চিত্র যেন তার উল্টোপুরাণ ঘটল হুগলিতে। দু–একটি আসন বাদ দিলে হুগলির অধিকাংশ আসন তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি।

হুগলিতে ১৮টি আসনের মধ্যে ১৬টিতেই জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। যে সিঙ্গুর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছিল সেখানেও গোহার হেরেছে তৃণমূল। কিছুদিন আগেও অবশ্য ছবিটা অন্যরকম ছিল, ২০১১–এর পর থেকে হুগলিতে পঞ্চায়েত হোক, বিধানসভা হোক কিংবা লোকসভা, প্রতিটি নির্বাচনে একচেটিয়া দাপট ছিল তৃণমূলের। কিন্তু সেখানেই এবার মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূলের দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য জানাচ্ছেন, হুগলিতে যে তৃণমূল জমি হারাতে শুরু করেছে, ২০১৯–এর লোকসভা ভোটের ফলাফল অনুযায়ী পদ্মফুল ফুটিয়ে তৃণমূলের দুর্গে প্রথম হানা দেয় বিজেপি। যদিও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় পদ্মশিবির। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনমুখী প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে ২০২১–এ বিধানসভা ভোটে ১৮টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে জয়ী হয়। তবে আরামবাগ মহকুমার ৪টি আসন নিজেদের দখলে রেখে বাজিমাত করে বিজেপি। তা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এই জেলার ৩টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয় ছিনিয়ে নেয়। এবারের বিধানসভা ভোটে হুগলি জেলার ১৮টি আসনের মধ্যে ১৬টিতে গেরুয়া সুনামিতে দলের একাধিক মন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূলের নামকরা হেভিওয়েট প্রার্থীরা বিজেপির আনকোরা প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

গেরুয়া ঝড়ে হেরে গিয়েছেন রাজ্যের বিদায়ী পরিবহনমন্ত্রী জাঙ্গিপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, কৃষিবিপণন দপ্তরের মন্ত্রী সিঙ্গুরের বেচারাম মান্না, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী চন্দননগরের তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন–এর মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীরা।

এছাড়া পরাজিত হয়েছেন উত্তরপাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁপদানী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অরিন্দম গুইন, শ্রীরামপুর কেন্দ্রের তন্ময় ঘোষ, চুঁচুড়া কেন্দ্রের বহিরাগত তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য, সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বসু, পাণ্ডুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী এবং বলাগড় কেন্দ্রের বিধায়ক দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে বাদ দিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারাকে প্রার্থী করেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকার। তবে মুখ রক্ষা করেছেন চন্ডীতলার স্বাতী খন্দকার ও ধনেখালির অসীমা পাত্র।

জনতার রায়ে সবুজের পতন, গেরুয়ার উল্লাস

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : গণনা চলছিল কিন্তু প্রতিটি রাউন্ডে যেন বুকের ভেতর ঢাক বাজছিল! কখনও সবুজ এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও গেরুয়া। কখনও মনে হচ্ছিল তৃণমূল ঘুরে দাঁড়াবে, আবার পরমুহূর্তে বোঝা যাচ্ছিল– সবুজ শিবিরের ভিত কাঁপছে! কিন্তু শেষ রাউন্ডে দাঁড়িয়ে একটাই সত্য সামনে এল– বনগাঁ মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেস আজ কার্যত রাজনৈতিকভাবে নিঃশ্বাস হারাল!

চারটি বিধানসভা আসন, চারটি লড়াই, চারটি ফলাফল। প্রতিটা ফলাফলেই একই ঘোষণা– "সবুজের দিন শেষ!" আজ বনগাঁ মহকুমা জুড়ে গেরুয়া পতাকা উড়ছে। এটা শুধু নির্বাচনে জেতা নয়–নএটা তৃণমূলের মুখে জনতার সজোরে চপেটাঘাত! চার আসনেই বিজেপির দখল– তৃণমূলের মুখ পুড়ল জনরায়ের আগুনে। বনগাঁ মহকুমার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন বিজেপির কাছে।

৯৪ নম্বর বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সোমা ঠাকুর হারালেন তৃণমূলের মধুপর্ণা ঠাকুরকে। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির স্বপন মজুমদার হারালেন তৃণমূলের ঋতুপর্ণা আঢ্যকে। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে বিজেপির অশোক কীর্তনীয়া হারালেন তৃণমূলের বিশ্বজিৎ দাসকে। গাইঘাটা কেন্দ্রে বিজেপির সুব্রত ঠাকুর হারালেন তৃণমূলের নরোত্তম বিশ্বাসকে।

এই ফলাফল শুধুই চারটা কেন্দ্রের অঙ্ক নয়– এই ফলাফল হলো চারটা রাজনৈতিক শাস্তির রায়। বাগদা– এখানকার জয় মানে শুধু ভোট নয়, যুদ্ধজয়। তবে এই চারটি আসনের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে বিস্ফোরক কেন্দ্র ছিল বাগদা। কারণ বাগদায় লড়াই ছিল শুধু তৃণমূল বনাম বিজেপি নয়। এখানে লড়াই ছিল– দলের ভিতরের কোন্দল, দলের বাইরের চাপ, ব্যক্তিগত বিরোধ, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ক্ষোভ, নানা স্তরের অস্থির সমীকরণ।

এই সব আগুনের পাহাড় ডিঙিয়ে সোমা ঠাকুরের জয় প্রমাণ করে– বাগদা এবার ভোট দিয়েছে কেবল দল দেখে নয়, দিয়েছে প্রতিশ্রুতি দেখে। বাগদাবাসীর বুকের দাবিই ছিল ভোটের তলোয়ার– রেললাইন! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বহু ভোটারের বক্তব্যে স্পষ্ট, বাগদাবাসীর সামনে এবার একটা বিষয়ই ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ– সেটা বনগাঁ থেকে বাগদা পর্যন্ত রেললাইন। এটা শুধুমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প নয়। এটা বাগদার মানুষের কাছে– চাকরির পথ, ব্যবসার দিগন্ত, চিকিৎসার সুবিধা, শিক্ষার সেতু আর জীবনের গতি। এটা এমন এক দাবি, যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের রক্তে মিশে গিয়েছে। আর এখানেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমেছে বিষাক্ত ক্ষোভ। মানুষের বক্তব্যে স্পষ্ট– "তৃণমূল সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু করেনি। শুধু স্লোগান দিয়েছে, পোস্টার দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে– রেললাইনের কাজে এগোইনি।" তৃণমূলের পরাজয় আসলে প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফাঁসির রায়। বনগাঁ মহকুমার মানুষ আজ ভোট দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে– তারা আর "মিথ্যার মিছিল" দেখতে রাজি নয়। তারা

আর 'উন্নয়ন হবে' শুনতে শুনতে বৃদ্ধ হতে চায় না। তারা এবার ফলাফল চায়, কাজ চায়, অধিকার চায়। আর সেই দাবির সামনে তৃণমূল দাঁড়াতে পারেনি। কারণ জনতার চোখে তৃণমূল এখন একটাই পরিচয় পেয়েছে– প্রতিশ্রুতি–সর্বস্ব দল। জনতার রায়ে বিজেপি সরকার করেছে, এবার কিন্তু কাজ না করলে ক্ষমা নেই! বাগদার বুদ্ধিজীবী মহল ও সচেতন ভোটাররা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন– 'বিজেপি সরকার গঠন করেছে। এখন তো রেললাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণে আর বড় বাধা থাকার কথা নয়। এবার যদি রেললাইন না হয়– তাহলে বিজেপির পরিণতিও তৃণমূলের মতোই হবে।' এই কথাটা শুধুই মতামত নয়।

এটা এক ভয়ংকর সতর্কবার্তা। এটা জনগণের লেখা একপ্রকার শর্তপত্র। বাগদার মানুষ আজ ঘোষণা করেছে– 'আমরা কাউকে রাজা বানাই না, আমরা কাজকেই রাজা বানাই!' দার্শনিক সত্য ভোট হলো জনগণের লাঠি– যার ঘায়ে সকল দম্ভ ভেঙে পড়ে। রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় ভুল হল জনগণকে "অন্ধ সমর্থক" ভাবা। কারণ মানুষ কখনওই অন্ধ নয়। মানুষ শুধু অনেকদিন চুপ করে থাকে। আর যখন চুপ ভাঙে– তখন ব্যালট বক্স হয়ে ওঠে আগ্নেয়াস্ত্র। আজ বনগাঁ মহকুমায় যা ঘটল, তা এক ভয়ংকর বার্তা– ক্ষমতার অহংকার বেশিদিন টেকে না।

জনতার ধৈর্য্য আরও কম টেকে। শেষ কথা হল বিজেপির জয় উল্লাস নয়– এটা দায়িত্বের শেকল। আজ বিজেপি জিতেছে। কিন্তু এই জয় কোনও বিজয়মালা নয়– এটা আসলে দায়িত্বের কাঁটা–তারের মুকুট। কারণ আজকের ভোটে মানুষ বিজেপিকে দিয়েছে ক্ষমতা, কিন্তু একই সঙ্গে দিয়েছে এক কঠিন হুঁশিয়ারি– 'রেললাইন না হলে, বিজেপিও যাবে ঠিক তৃণমূলের মতই!' বাগদার মানুষ এবার আর কাউকে সময় দেবে না।

এবার আর কেউ কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে বাঁচতে পারবে না। এখন রাজনীতির নিয়ম একটাই– কাজ করো, না হলে বিদায় নাও। আজ বনগাঁ মহকুমা গেরুয়া। কিন্তু আগামী দিনের রং ঠিক করবে একটাই প্রশ্ন– বনগাঁ–বাগদা রেললাইন হবে তো? আর যদি উত্তর না আসে...তাহলে আজকের বিজয় আগামীকাল হয়ে যাবে এক নির্মম রাজনৈতিক সমাধির নামফলক!

হাওড়ায় হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : গণনার দিন দুপুরে হাওড়া ময়দানে যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুলের গণনাকেন্দ্রের বাইরে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশ। এদিন বিকেলেও হাওড়া ময়দানে একই ছবি ধরা পড়ে। লাঠিচার্জ করে এলাকায় জমায়েত হটিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। এদিন বিজেপির জয়ের পর উত্তর হাওড়ার লিলুয়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় একদল বিজেপি সমর্থক। তৃণমূলের পতাকা, ফেস্টুন রাস্তায় ফেলে দেয়। এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। মধ্য হাওড়ার ডুমুরজলাতেও হামলার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্য হাওড়ার সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মণ্ডল বলেন, ভোটে জেতার পর বিজেপি কর্মীরা এদিন মধ্য হাওড়ার ৪২নং ওয়ার্ডের ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের দলীয় কার্যালয়ে তাণ্ডব চালায়। কার্য্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় তারা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ০৯ মে – ১৫ মে, ২০২৬

গেরুয়া শুধু রঙ নয়

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়–এর বঙ্গভূমিতে অবশেষে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীক পদ্ম বিপুল জনসমর্থনে সরকারে এল। বহুদিনের লড়াই, বহু মানুষের আত্মত্যাগ আজ বিজেপিকে বঙ্গভূমির ভাল–মন্দের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। সরকার পরিচালকদের দায়িত্ব অনেক বেশী থাকে। সাফল্য এবং সমালোচনাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করলে লক্ষ্যপূরণের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। ২০১১ সালে গগনচুম্বি প্রত্যাশাকে সঙ্গে নিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব অর্জন করেছিলেন জনগণের ভালবাসায়। ১৫ বছর পর একরাশ ব্যর্থতাকে মূলধন করে এমনভাবে ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে চলে যেতে হবে তা ছিল অকল্পনীয়। জনগণের চুপচাপ ফুলে ছাপ–এর ভাবনার তরী যে এমনভাবে পদ্মবনে হাজির হবে তা হয়ত তৃণমূলের ভোটকৌশলীদের ভাবনার অতীত ছিল। আভ্যন্তরীণ এবং প্রতিবেশী দেশের নানা ঘটনাপ্রবাহ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে মন্থন শুরুর অনুঘটকের কাজ করেছে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ এবার আঞ্চলিক দলের অধীনতামুক্ত হয়ে সর্বভারতীয় আঙ্গিকে পরিচালনার পরিসর খুঁজে পাবে। নতুন সরকারের কাছে নানা প্রত্যাশা, দায়–দায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে চর্চা চলছে। নতুন সরকারের এবং দলের ছোট–বড়–মেজ নেতাদের ঔদ্ধত্য, সামান্যতম অহংকার যাতে রাজ্যবাসীর মনকে ব্যথিত করে না তোলে সে বিষয়ে প্রথম থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন কারণ ৫ বছর পর জনাদেশের জন্য জনগণেশই ভরসা। সর্বভারতীয় দল বিজেপির পতাকায় সবুজ ও গেরুয়া বর্ণ রয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকায় এই দুটি বর্ণ উজ্জ্বল। তবে বিজেপি বলতে গেরুয়া রংয়েই চিহ্নিত করা হয় যেমন বাম–কম্যুনিষ্টদের লাল ঝান্ডাকে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পতাকার বর্ণকে সংশ্লিষ্ট দল সম্মানের সঙ্গে দেখে থাকে। বিজেপির গেরুয়া শুধু একটি বর্ণ নয়। সে ব্যাপারে তাদের আরো বেশী সতর্ক থাকা জরুরী। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। গেরুয়া ভারতীয় সংস্কৃতির যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজধর্মের প্রতীকও বটে। সংসারত্যাগী–সেবাব্রতী সন্ন্যাসীকূলের পরিচয় গেরুয়া বর্ণ। গেরুয়া ধারণ এবং বহন করা সহজসাধ্য নয়। ভারতীয়ত্বের প্রতীক গেরুয়া রং–এর অপব্যবহার যেন যেখানে সেখানে যখন তখন না হয় তা দেখা রাজ্যপরিচালকদের কর্তব্যের মধ্যে পড়বে। গেরুয়ার বৈরাগ্য–ত্যাগ অজস্র সাধুসন্তের জীবনবেদ। ত্যাগ–তিতিক্ষার প্রতীক গেরুয়া বর্ণের যাতে কোনও অসম্মান না হয় সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

একদা লাল ঝাণ্ডার কু–শাসন থেকে মুক্তি পেতে পরিবর্তনের জোড়াফুলকে ডেকে নিয়েছিল রাজ্যবাসী। সময়ের ফেরে সেই সাম্প্রদায়িকতার ভজনা, দুর্নীতি, গরু, বালি, কয়লা চুরি এবং কণ্ঠ রোধের সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সবুজ ঝান্ডা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। বেকারত্ব, শিক্ষা–স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা, পাঠ্যপুস্তকের বিকৃত ও স্বেচ্ছাচারী সিলেবাস এ রাজ্যের দুটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। রাজ্যবাসীর অধিকাংশের বিপুল সমর্থন এবং প্রত্যাশাকে মর্যাদা দিয়ে যাতে সেবাব্রতী সন্ন্যাসী মানসিকতায় বহু বছর এ রাজ্য পরিচালিত হয় সেই কামনা ও প্রার্থনা রইল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

অবিদ্যা–রোগগ্রস্ত মানুষের কাছে আত্মবিদের সৎ উপদেশ অসত্য বা মোহজনক মনে হতে পারে। কিন্তু অবিদ্যা নাশ হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করলে ব্রহ্মবিদ্যা পরম ও সত্য এই জ্ঞানে স্থিত হওয়া যায়। তখন আর বাচ্য–বাচক ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকে না। আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলেছি তা শাস্ত্রের অর্থ বোঝাবার জন্য। অবিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানোদয়ের জন্য ভেদমূলক শব্দাদির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সেই ভেদাত্মক শব্দাদির যাথার্থ্য থাকে না। অবিদ্যা এবং চিতিশক্তির যে দৃশ্যগ্রাহী ভাব আছে, তা নির্মল আত্মায় থাকে না। আবার অবিদ্যাই নিজের নাশ করে বিদ্যার আবাহন করে, যেমন অস্ত্র ধারণ করেই অস্ত্রধারীকে নিরস্ত্র করা কিংবা যেমন শত্রুই শত্রুকে হনন করে। রাম! মায়ার স্বভাব বড় অদ্ভুত। সে নিজেকে নাশ ক'রে অন্যকে আনন্দিত করে। মায়ার কারণে বিবেক আচ্ছাদিত থাকে, মায়ার দ্বারা জগৎ উৎপাদিত হয়, অথচ সেই মায়া যে কি বা কে, তা জানা যায় না। মায়া নিজে অসত্য হলেও তার কার্য্য সত্যরূপে প্রতীত হয়। এই মায়াই ভেদাতীত পরমপদকে ভেদাত্মক রূপে উপস্থাপন করে। দৃশ্যতঃ মায়ার সৃষ্ট সত্তাসমূহ সত্যরূপে প্রতীত হলেও পরমার্থতঃ মায়া সত্তাবিহীন এমন ভাবনায় প্রবল অনুশীলনে আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তখন আমার আলোচ্য এই আত্মবিদ্যা প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। আপাততঃ আমি যা বলছি, তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন কর। অবিদ্যা অসত্য, তার কোন বিদ্যমানতা নেই, এই কথায় অবিচল বিশ্বাস থাকা উচিৎ। মনের মননে বিশ্ব–জগৎ দৃশ্য আকারে উপস্থিত হয়। যেহেতু জগৎ মনন জাত, তাই তার কোন সত্যতা নেই। যে ব্যাক্তি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। যিনি জগৎকে ভ্রান্তি বলে নিশ্চিৎ জ্ঞান করেছেন, তিনিই প্রকৃত দুঃখজয়ী। জীবনের উদ্দেশ্য যে আত্মজ্ঞানলাভ, তা অর্জন করে তিনি কৃতকৃত্য হয়েছেন। দেহতে যার অহংজ্ঞান রয়েছে, অবিদ্যা তাকে আশ্রয় ক'রে ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। নির্মল জলে শৈবাল থাকে না, পরমাত্মায়ও তেমনই কোন বিকার থাকে না। নাম–রূপ–বাক্য ইত্যাদি ব্যবহারের সুবিধার্থেই শুধু কল্পিত হয়ে থাকে। আত্মা হতে সেই কল্পিত সত্তাগুলি পৃথক নয়, কিন্তু আত্মায় কল্পিত সত্তা আদৌ থাকে না। ব্যবহারের প্রয়োজনে অসত্য নাম–রূপ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, আবার ব্যবহার না থাকলে শাস্ত্রজ্ঞানের স্থিতিও সম্ভব হয় না। রাম!

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আলোকপাত

ক্লাউড স্টোরেজে লুকিয়ে ছিল ফলতার কারচুপি

সুবীর পাল

ফলতা তুমি কার? ফলেন পরিচয়তে।

প্রশাসনিক মতে ফলতা হলো রাজ্যের একটি বিধানসভা কেন্দ্র। যেটি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনের অধীনস্থ। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ব্লক স্তরের একটি শহর হলেও ফলতার অধিকাংশ হলো গ্রামীণ এলাকা। এ তো খাতায় কলমে অফিসিয়াল ফলতা। কিন্তু আনঅফিসিয়ালি ফলতার আরও একটা পরিচিতি আছে। যা সম্পূর্ণ অলিখিত। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে অধুনা ভীষণ রকমের পরীক্ষিত এবং পরিশীলিতও বলে সমালোচকদের অভিমত।

স্থানীয়ভাবে হাবভাবটা এমন, যেন আমাদের সাংবিধানিক রাজ্যের মধ্যেও একটি অন্যতম রাষ্ট্র রয়ে গেছে। নাম যুবরাজ–তান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক ডায়মন্ড হারবার মডেল। ফলতা হলো তার বিশেষতম একটি অঙ্গরাজ্য। এমন অবাক করা অভিনব রাষ্ট্রের (?) প্রধানমন্ত্রী হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ফলতার মুখ্যমন্ত্রী হলেন জাহাঙ্গীর খান। আসলে এই ফলতায় বা ডায়মন্ড হারবারে সমান্তরাল একটা প্রশাসন চলে যুগ্ম হারে বেতাজ বাদশা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জাহাঙ্গীর খানের তদারকিতে। চলতি বিধানসভা ভোট মরশুমে ফলতার পুনর্নির্বাচন প্রসঙ্গে তাই হয়তো তৃণমূলের সেনাপতি বলতে পেরেছেন এক অভাবনীয় বক্তব্য, দশ জন্ম চেষ্টা করেও বাংলা বিরোধী গুজরাটি গ্যাং এবং তাদের দালাল জ্ঞানেশ কুমার আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলে বিন্দুমাত্র আঘাত হানতে পারবে না। আপনাদের যা শক্তি আছে, সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমি গোটা ভারত সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি ফলতায় আসুন। আপনাদের ক্ষমতা থাকলে দিল্লির কোনও গডফাদারকে এখানে লড়তে পাঠান। যদি সাহস থাকে, তবে ফলতায় এসে লড়াই করে দেখান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পরেই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব তেড়েফুঁড়ে ওঠেন। গৈরিক নেতাদের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন কথাবার্তা পুরোপুরি অসাংবিধানিক। এসব অবিবেচক মন্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতাকেই উৎসাহিত করে থাকে।

প্রসঙ্গত ফলতা বিধানসভা আসনটি প্রথমবারের মতো গঠিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে চওড়া হাসি হেসেছিল অবিভক্ত সিপিআই। পরবর্তীতে এখান থেকে সিপিএম আটবার জয়ের স্বাদ পায়। আপাতত শেষবারের ফলতায় রক্তিম বিজয় সূচিত হয়েছিল ২০০৬ সালে। কংগ্রেস ও তৃণমূল দুই পক্ষই চারবার করে বিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় এই আসনে। ২০০১ সালে তৃণমূল এখানে প্রথমবারের মতো ঘাসফুল ফোটাতে পেরেছিল। ২০১১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার তৃণমূল এই আসনটি নিজেদের দখলে রেখেছে। ছাব্বিশের নির্বাচন ধরলে এই কেন্দ্রে মোট আঠারোবার বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১ সালে নবান্ন দখলের লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর কুমার নস্কর পেয়েছিলেন ১,১৭,১৭৯টি ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বিধান পারুই ৭৬,৪০৫ জনের সমর্থন পান। ফলে ৪০,৭৭৪ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল সেবার জিতে যায়।

ভোটার সংখ্যার দিক থেকেও কেন্দ্রটি ক্রমাগত বড় হয়েছে। ২০২৪ সালে ফলতায় নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৪৫,৭৮২ জন। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৩৬,৭৬৮, ২০১৯ সালে ২,২৫,৭৬৩, ২০১৬ সালে ২,১২,৩৪০ এবং ২০১১ সালে ১,৮২,৬০৫ জন। মোট ভোটারের মধ্যে মুসলিম ভোটার প্রায় ৩০.৩০ শতাংশ। তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারের হার ২৫.৬৬ শতাংশ। অঞ্চলটি প্রধানত গ্রামীণ হওয়ার সুবাদে ৯২.০১ শতাংশ ভোটার গ্রামে বসবাস করেন, শহরাঞ্চলে থাকেন মাত্র ৭.৯৯ শতাংশ।

এই আসনের জন্য এবারে ভোটগ্রহণ ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফা ভোটের অংশ হিসেবে। এসআইআর–এর ভোটার তালিকা সংশোধন অনুসারে বর্তমানে ভোটদাতার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২,৩৬,৪৪৪ জন। যার মধ্যে ১,২১,৩০০ জন পুরুষ, ১,১৫,১৩৫ জন নারী এবং ৯ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। চলতি ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হোন জাহাঙ্গীর খান। পদ্ম শিবিরের হয়ে ভোট চাইছেন দেবাংশু পাণ্ডা। সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে এখানে টিকিট পান যথাক্রমে শম্ভুনাথ কুর্মি এবং আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। দীপ হাতি আর চন্দ্রকান্ত রায় দুজনেই এখানে নির্দল হিসেবে ভোটে লড়তে নেমেছেন।

এই কেন্দ্রটি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবার প্রথম থেকেই যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন। ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে এই অভিযোগ পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় পাল শর্মা তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে রীতিমতো শাসানি দেন, হয় সমঝে যান নয়তো পড়ে কাঁদতে হবে। এই পুলিশি অভিযান নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। উল্টে জাহাঙ্গীর খান বলেন, আমি আমার পার্টি অফিসে বসে নিজের নিয়মে দলকে চালাবো। এতে কার কি? অনেকেই আবার এই হুমকির দ্বৈরথকে সিঙ্ঘম (অজয় পাল শর্মা) বনাম পুষ্পা (জাহাঙ্গীর খান)এর লড়াই হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

যথারীতি গত ২৯ এপ্রিল ফলতা ২৮৫ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদান পর্ব শুরু হতেই বিভিন্ন বুথ থেকে ব্যাপক কারচুপি ও গন্ডগোলের খবর আসতে শুরু করে। এমনকি ভোটের পরেও বারবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফলতা। বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল স্থানীয় হাশিমনগর। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় ৬৯ শতাংশ হিন্দু হলেও তাঁদের অধিকাংশই ভোট দিতে পারেননি জাহাঙ্গীর খানের দাপটে। ফলে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতার গ্রেফতারের দাবিও ওঠে তখন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইসরাফুল এবং সুজাদ্দিন শেখের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন।

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গোটা পরিস্থিতি সশরীরে স্ক্রুটিনি করতে ফলতাতে পাঠান রাজ্য নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে। আর এখান থেকেই শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ ভোট পর্বের এক নয়া ক্লাইমেক্স।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পুনর্নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠান সুব্রতবাবু। সূত্রের খবর, রিপোর্টে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যাতে ফলতার প্রায় ৩০টি বুথে পুনর্নির্বাচন করানো হোক। কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ফলতার একাধিক বুথের ভিতরে ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নেটওয়ার্কের কারণে কন্ট্রোল রুমে সেই তথ্য আসেনি। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএমে টেপ লাগিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতীক ঢেকে দেওয়ার ঘটনার সত্যতাও তিনি বুঝতে পারেন। ভোটের দিন প্রিসাইডিং অফিসার দুপুর ১ টায় জানান, টেপ তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে ওই বুথগুলিতে প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোট পড়ে গিয়েছিল। তাই এই বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব তিনি দিয়ে ছিলেন দিল্লির কমিশনকে। তারপরেই কমিশন নতুন করে আবার পুরো ফলতা বিধানসভায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আগামী ২১ মে গোটা ফলতা কেন্দ্রে আবার নতুন করে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আর ভোটগণনা হবে আগামী ২৪ মে। এই রাজ্যে তো বটেই এমনকি সমগ্র ভারতে স্বাধীনোত্তর সময়কালে একটা গোটা আসনের পুনর্নির্বাচন হচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত এই প্রথম। দেশের নির্বাচন কমিশনের এহেন কঠোরতম সিদ্ধান্তে দেশবাসী হতবাক হয়ে যান। এর মধ্যে আবার গত ৪ এপ্রিল রাজ্যের ২৯৩ টি আসনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। এর সঙ্গে বদলে গেছে রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতায়নের ভরকেন্দ্র। তৃণমূলের লজ্জার বিপর্যয়। পাশাপাশি বিজেপির রাজ্যপাটে আসীন। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে এই লেখা পর্যন্ত ফলতার পুষ্পা জাহাঙ্গীর খান ‘চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা’ ফর্মুলা অনুসারে এক্কেবারে ‘ভাগারাম দি গ্রেট’ হয়ে যান অজানা আস্তানার অভিসারে।

কিন্তু কোটি টাকার প্রশ্ন হলো, ফলতার বুথে বুথে এই অদৃশ্য মুছে ফেলা কারচুপি ধরে ফেললেন কোন পন্থায় সুব্রতবাবু। আসলে তিনি একাধারে যে স্রেফ দক্ষ আইএএস প্রশাসক নন, অন্যদিকে সুব্রতবাবু হলেন আইআইটি খড়গপুরের কৃতী প্রযুক্তিবিদও। ঠাণ্ডা মাথায়, সেই প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার করেই কারচুপি ধরে ফেলেন সুব্রতবাবু। ফলতা নিয়ে এত ভুরি ভুরি অভিযোগ, অথচ রিটার্নিং অফিসার এবং পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট বলছে, সবকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়েছে। সন্দেহ হল তাঁর।

গত ৩০ তারিখ ডায়মন্ড হারবার রওনা হোন সুব্রতবাবু। সূত্রের খবর, কলকাতা ছাড়ার আগে, ফলতার রিটার্নিং অফিসার, যিনি জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন আধিকারিক এবং কমিশন নিযুক্ত ফলতার দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষককে (তামিলনাড়ু ক্যাডারের এক আইএএস) ফোন করেন সুব্রত গুপ্ত। নির্দেশ দেন, উপস্থিত থাকতে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয়ে। অথচ অবাক করা ঘটনা হলো তিনি সেখানে পৌঁছে দেখেন তাঁরা ওই স্থানে যথারীতি অনুপস্থিত। ফলে সন্দেহ গাঢ় হতে আরম্ভ করে।

এরপরই তিনি ওয়েবকাস্টিং খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, বহু বুথে সিসি ক্যামেরার চিপে, দিনের বিভিন্ন সময়ের রেকর্ডিং নেই। তৎক্ষণাৎ পাল্টা ভাবনায় তিনি ক্লাউড স্টোরেজের ওয়েবকাস্টিং ফিড পরীক্ষা শুরু করেন। আর তাতেই তিনি যাবতীয় মুছে ফেলা তথ্য মুহূর্তে উদ্ধার করে ফেললেন। ওয়েবকাস্টিং সংক্রান্ত ক্লাউড স্টোরেজ ঘেঁটে বুঝে গেলেন, ৬৮টি বুথের ভোটিং কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একাধিক মানুষের ভিড় ছিল। একই মানুষ বারবার ভোটিং কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছেন। বহু ক্ষেত্রেই ভোট কর্মীরাও ভিড় করে ভোটিং কম্পার্টমেন্টে যাতায়াত করেছেন। এমনকি অভিযোগ পাওয়ার পর অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টের মধ্যেকার সময়ে সেক্টর অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসারদের কোনও তৎপরতা ওই ফুটেজে ধরা পড়েনি। সুতরাং তাঁরা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মন গড়া রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিলেন তা নিশ্চিত হয়ে যান। সুব্রতবাবু এইসব যাবতীয় তথ্য লিখিত ভাবে জমা দেন ১ মে দেশের নির্বাচন কমিশনে। তারপর বাকিটা তো ভারতবাসীর কাছে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সদ্য ইতিহাস।

মিলে গেল ভবিষ্যৎবাণী

প্রিয়ম গুহ : ‘১০ বছর ভালভাবেই থাকবে কিন্তু পরের ৫ বছর হবে খুব কঠিন তবে ১৫ বছরের বেশি আয়ু নয়’ অমিয় কুমার চৌধুরী এমনই সব ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষী হল এক বৈরিক পরিবর্তনের এই পরিবর্তন শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন নয় কারণ চেতনার উন্মেষ এবং ভাবনার পরিবর্তনও বটে। বাঙালী তোষণ রাজনীতিকে একেবারে ধূলিসাৎ করে নিজেদের সম্মান এবং গরিমা ফিরিয়ে এনেছে। ২০১১–এর পরিবর্তন ছিল কুশাসন এবং ভুল পরিকল্পনার মাশুল। সে সময় সাধারণ মানুষকে এই পরিবর্তনের কথা ভাবিয়ে তুলেছিল বা বলা বাহুল্য, ভাবাতে সাহায্য করেছিল সেই সময়ের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্বরা। তার মধ্যে বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও এই ১৫ বছরের কুশাসনকে পরিবর্তনের জন্য তাদের খুব একটা রাস্তায় দেখা যায় নি কিন্তু আপামর বঙ্গবাসী নিজেরাই ভেবে ফেলেছিলেন পাল্টানো দরকার।

২০১১তে যখন ভোট হল তখনও এই লেখক নাগরিকত্বের পরিচয় পায়নি। তাই সেই পরিবর্তনের সামিল হওয়া না গেলেও রাজ্য রাজনীতির হাল–হকিকৎ বোঝার ক্ষমতা বিকশিত হতে শুরু করেছে। এক লড়াকু নেত্রীর পরিবর্তনের ডাক কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তা অবশ্যই পরবর্তীকালে পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছি। সে সময়ে রাস্তায় তাকালে পরিবর্তনের মুখ হিসেবে বিশাল বিশাল পোস্টারে বুদ্ধিজীবিদের মুখ দেখা যেত। তারই মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমিয় কুমার চৌধুরী। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং অধ্যাপক। এরপর নতুন তৃণমূল সরকার তাঁর প্রথম ইনিংস খুবই তৎপরতার সাথে এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন উন্নতিতে সামিল হয়েছিল। সরকারের ওপরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল এক বিশাল আস্থা। এইসব শিক্ষাবিদেরাও উপদেষ্টা হয়ে সরকার চালাতে সাহায্য করেছিলেন। এরপর যত সরকারের বয়স বাড়তে থাকে ততই যেন অভিভাবকদের হাতের বাইরে অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় এবং কুসন্তানে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে নেতৃত্বের বদলও সরকারকে অনেকটাই মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তা বহুদিন আগেই থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন অভিভাবকেরা।

এখন মনে পড়ছে সেইসব ভবিষ্যৎবাণীগুলির কথা। সালটা ছিল ২০১৮। হঠাৎ করে শিক্ষাবিদ্ তথা সেফোলজিষ্ট অমিয় কুমার চৌধুরী ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে সেরে উঠলেন আর সেইসময় ছিল বাংলার সেই অভিশপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন। হিংসা, হানাহানি পরের পর জ্বলছে আগুন। হঠাৎ আমাকে ফোন করলেন অমিয় দাদু। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ভোট হচ্ছে। আমি উত্তরে বললাম, খুবই ভালো। যদিও অসত্য কথা বলতে হয়েছিল কারণ এমন অবস্থা জানতে পারলে হয়তো আবার শরীরের সমস্যা গুরুতর আকার নিত। কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে চোখ বোলাতে যখন সত্যটা জানতে পারলো তখন ফোন করে ডেকে নিল তাঁর বাড়িতে। আমিও ব্যক্ত করলাম, কেন মিথ্যে বলতে হয়েছিল। কিন্তু অমিয়দাদু একটা কথাই প্রথমে বললেন দলের শেষটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই হল শেষের শুরু। কিভাবে দলটাকে ভালবেসে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখন সবই অতীত। এই ভবিষ্যৎ বাণীর মাধ্যমে তিনি আরও আমায় বলেছিলেন তার পরের বিভিন্ন সময়ে কোন কোন নেতারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, কারাই বা ক্ষমতার দম্ভে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছে। সেইসময়ই তিনি বলেছিলেন, ১০ বছর খুব ভালভাবেই কাটবে, কিন্তু ১৫ বছরের পর কোনভাবেই থাকতে পারবে না বাংলার মসনদে, রাজনীতির ইতিহাস এবং রাজনীতিক পর্যালোচনা কিভাবে করতে হয় আর কিভাবেই বা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা শিখেছি দাদুর কাছে। দাদুকে প্রশ্ন করেছিলাম একবার, তাহলে ১৫ বছর পরে বাংলার ভবিষ্যৎ কি হবে? সম্ভবত বলেছিলেন বিজেপির কথাই তার সাথে সাথে তিনি এও বলেছিলেন তৎকালীন বিজেপির নেতৃত্বদের কথা। তারা এখনও পোক্ত হয়নি ওই নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু তার সাথে সাথে এও বলেছিলেন তাঁর নাকি বিজেপির নেতার শমীক ভট্টাচার্য্যকে বেশ ভালো লাগে। শমীক ভট্টাচার্য্যকে সামনে আনলে বিজেপির ভালো হবে।

ঠিক ৮ বছর পর এখন কোথাও জানিনা অমিয়দাদুর কথাগুলো বারবার বেজে উঠছে কানে। কারণ যা যা বলেছিলেন, তাঁর কথাগুলি বিধাতার লিখনের মতন ফলে গেল। তাঁর সাধের দলের শাসন শেষ হল ১৫ বছরেই। বিরোধীদলের তথা বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে শুরু করছে তার শাসন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য্য।

বিজেপির জয়ে খুশি বণিকমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭২ সালের ২০ মার্চের পর পশ্চিমবঙ্গে আবার ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ২০২৬ সালের ৯ মে। ১৯৭৭ সালের পর দীর্ঘ ৪৯ বছর বাদে পালাবদলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একই দলের নিয়ন্ত্রণধীন এলো। এই প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য একপ্রকার লাভবান হবে বলে মনে করছে বাণিজ্যমহল। বিজেপি–র রাজ্য মসনদে বসা নিশ্চিত হওয়ার পরই বিভিন্ন বণিকসভা আশা করছে, রাজ্যে বিনিয়োগ অনেকটাই বাড়বে। নতুন সরকার রাজ্য শিল্পায়ন পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলবে বলে সংগঠনগুলির নেতৃত্ববৃন্দ আশা প্রকাশ করেন। ‘ভারত চেম্বার অব কমার্স’ বলেছে, কেন্দ্র–রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি হলে পশ্চিমবঙ্গে বড়ো মাপের বিনিয়োগ আসবে, যা রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে। ‘বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স’ চায় একটা লগ্নিবন্ধব পরিবেশ।

ভোটে হেরে রাজের রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাপার অযোগ্য ভাষায় পরিচালক রাজ চক্রবর্তী তার ‘আবার প্রলয়–২’ ছবিতে নেতাজির নাম করে জঘন্য ভাষা বারংবার প্রয়োগ করেছিলেন। নেতাজি অনুরাগী ও গবেষকদের তরফে নেতাজি চেতনা মঞ্চ প্রেসরিলিজ করে প্রতিবাদ জানায়। গত ১৪ এপ্রিল রেড রোড আজাদ হিন্দ শহীদ স্মারকে মৈরাং দিবস উপলক্ষ্যে পথে নেমে রাজ চক্রবর্তীর কুকীর্তির বিরুদ্ধে তাঁরা পথে নামেন। এর পরেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ব্যারাকপুরের বিধানসভাক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রতিবাদ হয় নেতাজীকে অপমান করার বিরুদ্ধে। বিজেপির কৌস্তভ বাগচীর কাছে রাজ চক্রবর্তী পরাজিত হন এবং বিক্ষুব্ধ মানুষজন তাকে লক্ষ্য করে কাদা ছুঁড়ে দেন। রাজ চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে তিনি আর রাজনীতি করবেন না, পরিচালনায় ফিরে যাবেন। নেতাজি অনুরাগীদের দাবী ছিল কৃতকর্মের জন্য রাজ চক্রবর্তী ক্ষমা চান। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এই সিরিজের প্রযোজক ছিলেন শুভশ্রী গাঙ্গুলী। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের সাংসদ পার্থ ভৌমিক প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

সাতগাছিয়ায় পদ্ম ফোটালেন অগ্নিশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া(১৪৫) বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্কর এবার পদ্ম ফোটালেন। একদা এই কেন্দ্র লালদুর্গ বলে পরিচিত ছিল। যেখান থেকে জ্যোতি বসু ৫ বার বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ২০০১ সালে সেই দুর্গকে পতন করে তৃণমূল কংগ্রেসের সোনালী গুহ জোড়াফুল ফুটিয়েছিলেন। এবার এই তৃণমূল দুর্গকে তছনছ করে সাতগাছিয়ার ভূমিপুত্র অগ্নিশ্বর নস্কর পদ্ম ফুটিয়ে দিলেন। এই কেন্দ্রে তার বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সোমাশ্রী বেতাল। যার স্বামী বিষ্ণুপুর ২ নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতাল। ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরতেন অভিষেক ব্যানার্জীর আশীর্বাদধন্য এই নব কুমার বেতাল। লড়াইটা খুবই কঠিন ছিল কিন্তু মনের জোর ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্নিশ্বর নস্কর এবারে তৃণমূল কংগ্রেসকে উড়িয়ে দিলেন সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। গণনার দিন শেষদিকে অনেক চেষ্টা হয়েছিল সোমাশ্রী বেতালকে জেতানোর জন্য এমনই অভিযোগ করেছেন অগ্নিশ্বর নস্কর। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও গণনাকেন্দ্রে ঢুকে পড়েন। যদিও কমিশন দ্রুত বার্তা দেয় গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন অভিষেক ব্যানার্জি গণনা কেন্দ্র থেকে বেরোচ্ছিলেন তখন পিছনে কয়েকশো বিজেপির কাউন্টিং এজেন্ট ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকে। তখন খুবই অসহায় লাগছিল স্বঘোষিত বাংলার ‘যুবরাজ’ অভিষেক ব্যানার্জিকে। দ্রুত তিনি কাউন্টিং সেন্টার থেকে চলে যান। গণনার শেষে জানাজায় অগ্নিশ্বর নস্কর প্রায় ২ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছেন। অগ্নিশ্বর নস্কর বলেন, ‘এই জয় মানুষের জয়। গত ১৫ বছর ধরে সাতগাছিয়ার মানুষ অত্যাচারিত। গণতান্ত্রিকভাবে মানুষ ভোট দান করতে পারতেন না এই কেন্দ্রে। এমনকি পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী পর্যন্ত দিতে দেয়নি আমাদের। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কার্যালয়গুলিকে বুলডোজার দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। এবার কমিশন যে ব্যবস্থা করেছিল মানুষ মন খুলে ভোট দিতে পেরেছেন তাই জয় এসেছে। আগামীদিনে সাতগাছিয়া বিধানসভাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে।’ বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘কেউ কোনো অশান্তি করবেননা। আমি সব নজর রাখছি। শান্ত থাকুন। বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আমাদের অঙ্গীকার।’

কালিম্পং–এ ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, কালিম্পং : ৬ মে কালিম্পং–এর বিজেপি কার্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে

রাজু বিস্ত্রা বিজেপি কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'কালিম্পং–এর সকল মানুষের প্রতি আমি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ক্ষমতাবানদের অত্যাচারের ঝুঁকি নিয়েও তারা ন্যায়বিচারের দাবিতে অবিচল থেকেছেন। তাদের ভয় দেখিয়েও চুপ করিয়ে দেওয়ার বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও, জনগণের মনোবল কেবল আরও শক্তিশালী হয়েছে, ভয় জনগণের ইচ্ছাকে পরাভূত করতে পারে না। আমাদের কালিম্পং, দার্জিলিং, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের জনগণ বিজেপি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী জনাদেশ দিয়েছেন। এই সুনিশ্চিত জনাদেশ জনগণের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিজেপির ক্ষমতার ওপর তাদের আস্থা ও বিশ্বাসকেই তুলে ধরে।'

তিনি কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অঞ্চলকে পুনর্গঠন করতে হবে, বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, স্কুল–কলেজ প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি গ্রামে রাস্তা তৈরি, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। টিএমসি–র দুঃশাসনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, ডবল ইঞ্জিন সরকার আগামী পাঁচ বছরে এই অঞ্চলকে রূপান্তরিত করবে। নির্বাচনে জয়ী হলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না, বরং তা কেবল শুরু হয়েছে। তাই, তিনি সকল কার্যকর্তাকে অঞ্চলের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ পরিবর্তনে দ্বিগুণ শক্তি ও উদ্যম নিয়ে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।

উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দার্জিলিং সভাপতি সঞ্জীব লামা, কালিম্পং বিধায়ক ভারত ছেত্রী, কার্সিয়াং বিধায়ক সোনম লামা, স্বাধীন জিটিএ সভাসদ সহ জোট দলের প্রতিনিধিরা। পালডেন তামাং, জিএনএলএফ থেকে সাবেস্টিয়ান প্রধান, সিপিআরএম থেকে সুধন গুরুং সহ অন্যান্যরা এবং সিনিয়র বিজেপি জেলা নেতারা।

তৃণমূলের দুর্গে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ফুটল ১০টি পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের দুর্গকে কার্যত তছনছ করে দিল পদ্ম শিবির এবং আইএসএফ। ২০২১ সালে এই জেলার ৩১টি আসনের মধ্যে ১টি ছিল শুধুমাত্র আইএসএফের দখলে সেটি হল ভাঙড়। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে ৩১টি আসনই ছিল তৃণমূলের দখলে। তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে ধমকে চমকে একটা দুর্গ বানিয়ে ফেলেছিলেন। অভিষেকের আশীর্বাদে এই জেলায় শওকত মোল্লা, শামীম আহমেদ, গৌতম অধিকারী, নবকুমার বেতাল, জাহাঙ্গীর খান কার্যত একেকজন 'পুষ্পা' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সাজানো বাগান এবার মানুষের রায়ে তছনছ হয়ে গেল। এই জেলাতে ১০টি পদ্মফুল ফুটেছে। গোসাবা বিধানসভায় জয়ী হয়েছেন বিজেপির বিকর্ণ নস্কর, কাকদ্বীপে বিজেপির দীপঙ্কর জানা, সাগর বিধানসভায় বিজেপির সুমন্ত মন্ডল, সোনারপুর দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী রুপা গঙ্গোপাধ্যায়, যাদবপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখার্জী, সোনারপুর উত্তরে বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর, টালিগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী, বেহালা পূর্বে শংকর শিকদার এবং বেহালা পশ্চিমে বিজেপি প্রার্থী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। অন্যদিকে, ভাঙড়ে শওকত মোল্লাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন পূর্বতন বিধায়ক আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী। আগামী ২১ মে ফলতায় আবার পুনর্নির্বাচন হতে চলেছে। ফলতার বেতাজ বাদশা স্বঘোচিত 'পুষ্পা' গণনার দিন দুপুর থেকেই পলাতক। ফলতার মানুষ এখন উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা। সকলেই মনে করছেন ফলতায় বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।

গেরুয়ার সূর্যোদয়, সবুজের সূর্যাস্ত

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় কার্যত ভরাডুবির মুখে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। একটি আসনেও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি শাসকদল। ফলাফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

একসময় যে বাঁকুড়া জেলা সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, পরে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত পায়। তবুও তৃণমূল টিমটিম আলোর মতো জ্বলছিল। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলা থেকে ৪টি সিট তৃণমূল জিতল রাইপুর, রানিবাঁধ, তালডাংরা এবং বড়জোড়া বিধানসভা। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার দুটি সিটের মধ্যে বাঁকুড়া লোকসভা তৃণমূল পায় এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা বিজেপি পায়। এবার সেই জেলাতেই এবার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখা গেল। জেলার শহর থেকে গ্রাম –

সর্বত্রই গেরুয়া ঝড়ের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে ইভিএম মেশিনে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিনের জন অসন্তোষ, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং বিরোধীদের শক্তিশালী প্রচারের ফলেই এই বিপর্যয়। অন্যদিকে বিজেপি শিবিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। তাদের দাবি, সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করে দিল, বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক জমি অনেকটাই সরে গিয়েছে। জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এই ফলাফলকে অনেকেই "তৃণমূলের সূর্যাস্ত" বলেই ব্যাখ্যা করছেন।

মাধ্যমিকে কৃতী তালিকায় বীরভূমের ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৪ দিনের মাথায় ৮ মে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। প্রথম দশে ১৩১ জন স্থান পেয়েছে মেধা তালিকায়। সিউড়ি সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্র প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় ৬৯৬ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। প্রিয়তোষ বলে, খুব ভালো লাগছে। বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। ৬৯০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে দুবরাজপুর শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী বিদ্যামন্দির ফর গার্লস স্কুলের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা গড়াই। বাড়ী দুবরাজপুর লালবাজার। বাবা সুবীর গড়াই ব্যবসায়ী এবং মা মিতুয়া মিত্র গড়াই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে চায় বলে জানায় শর্মিষ্ঠা। মেধাতালিকায় দশম স্থানে রয়েছে ৪ জন। প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। শান্তিনিকেতন নবনালন্দা স্কুলের ছাত্র শেখ শাদ হোসেন, পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যয় ঘোষ, বীরভূম জেলা স্কুলের শরব্য দেব এবং রামপুরহাট জেএল বিদ্যাভবনের দ্যুতিমান দে।

বেহাল দশায় চিনপাই–রাজনগর প্রধান সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চিনপাই ব্যাঙ্ক মোড় থেকে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধার হয়ে রাজনগর যাবার রাস্তার বেহাল দশা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নীল নির্জন সেই মেলা দেখতে দূরদুরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষজন এই রাস্তা দিয়ে চারচাকা গাড়ি করে যাতায়াত করে। জাতীয় সড়ক বাদ দিয়ে চিনপাই ব্যাঙ্ক মোড় থেকে হাজরাপুর, জামথলিয়া, পারুলিয়া হয়ে খুব কম সময়ে রাজনগর হয়ে ঝাড়খন্ড পৌঁছে

জলাধার যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি বর্তমানে পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে গেছে। সারাবছর দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ নীল নির্জন জলাধারে দেখতে আসে। এছাড়াও শীতকালে ওই জলাধারে পিকনিক করতে উপচে পড়ে ভিড়। বীরভূম জেলার বিখ্যাত পাথরচাপুড়ি দাতাবাবার মাজার, চৈত্র মাসে সেখানে মেলা বসে। যাওয়া যায় ওই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি এলাকার মানুষের খুব নির্ভরযোগ্য। স্কুল কলেজ হাসপাতাল যেতে এই রাস্তা দিয়ে অটো, চারচাকা, টোটো, বাইক সহ অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে এলাকার মানুষ। ১৪নং জাতীয় সড়কে যানজট হলে বাস, লরি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে।

কঙ্কালীতলা মন্দিরে শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি, জারি নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বোলপুরে ঐতিহ্যবাহী সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দির–এ মঙ্গলবার এক বিশেষ ধর্মীয় কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। মন্দিরের পবিত্রতা ও প্রাচীন আচার–অনুশাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)–র নেতা ও কর্মীরা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে মন্দির চত্বরের বিভিন্ন অংশে শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করেন এবং মন্দিরে পৌঁছে প্রথমে দেবীর পূজা ও আরাধনা করেন।

উপস্থিত কর্মীদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছিল বলেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য, প্রাচীন রীতি ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।

অন্যদিকে, মন্দিরের সেবাইতদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মন্দির ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেন নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। তাঁদের দাবি, স্থানীয় স্তরে জোরপূর্বক অর্থ তোলার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে মন্দিরের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপি নেতা–কর্মীরা মন্দিরে এসে সেবাইতদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনা এবং ধর্মীয় বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার উপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি, মন্দিরে প্রবেশ ও পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন কিছু নিয়ম জারি করা হয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষত গর্ভগৃহে প্রবেশ ও পুজোর ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ আরও কড়াভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে এদিনের ঘটনায় বিতর্কও দানা বাঁধে। অভিযোগ, কিছু বিজেপি

কর্মী মন্দির চত্বরে পোস্টার সাঁটিয়ে জানান যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারও মন্দিরে প্রবেশ বা পুজো দেওয়া যাবে না। এই ধরনের নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নিয়ম বহির্ভূতভাবে মন্দিরে প্রবেশ এবং অপ্রচলিত পদ্ধতিতে পুজো দেওয়ার একাধিক ঘটনা সামনে আসার পরই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, মন্দিরের ঐতিহ্য ও শাস্ত্রসম্মত আচার বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

এদিকে, মন্দিরের এক সেবাইত অভিযোগ করেছেন যে, তিনি নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস–এর সমর্থনে পুজো দেওয়ার পর হুমকির মুখে পড়েন। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে বলেও তিনি জানান।

সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি রাজনৈতিক তৎপরতাও বেড়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্মীয় স্থানগুলির মর্যাদা, ঐতিহ্য ও পবিত্রতা রক্ষায় তারা অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে, বিরোধী মহল থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়েছে, ফলে আগামী দিনে এই ইস্যু আরও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

'কেষ্ট'র কার্যালয়ে নিস্তব্ধতা, ৬টি আসন দখল বিজেপির

বিশাল দাস, বীরভূম: একসময় রাজ্য রাজনীতির অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বীরভূমে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চিত্র অনেকটাই বদলে গেল। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট থাকা এই জেলায় এবার গেরুয়া ঝড়ে কার্যত চাপে পড়তে হল শাসক দলকে। জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে এগিয়ে থেকে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে বিজেপি, যেখানে আগের নির্বাচনে অধিকাংশ আসনই ছিল তৃণমূলের দখলে।

বীরভূমে তৃণমূলের উত্থানের পিছনে অন্যতম মুখ ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, যিনি 'কেষ্ট' নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বেই বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি ভেঙে তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে। অনুব্রতর অনুপস্থিতির সময়ে সংগঠন ধরে রাখার দায়িত্বে উঠে আসেন কাজল শেখ। তবুও এবারের নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে, জেলায় তৃণমূলের প্রভাব আগের মতো অটুট নেই।

প্রসঙ্গত, অনুব্রত মণ্ডলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বোলপুরেও এবারে মিশ্র ফলাফল সামনে এসেছে। এখান থেকেই দলীয় কোর কমিটির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে অতীতে। ভোট গণনার দিন সকালে বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে ফলাফলের দিকে নজর রাখেন অনুব্রত। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগও রাখেন তিনি। প্রথমদিকে কার্যালয়ে

কর্মী–সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে। দিনের শেষে কার্যত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে কার্যালয়, যা অন্য নির্বাচনের সময়ের চিত্রের সঙ্গে স্পষ্টতই ভিন্ন।

অন্যদিকে, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বীরভূমের মতো জেলায় আগে কখনও এত আসনে বিজেপির সাফল্য না মিললেও এবারে রাস্তায় নেমে গেরুয়া আবিরে উৎসব করতে দেখা যায় তাদের। কোথাও বাজনা, কোথাও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ।

ফলাফলে দেখা গিয়েছে, বিজেপি ৬টি আসন দখল করেছে এবং তৃণমূল পেয়েছে ৫টি। রামপুরহাট, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও সিউড়ির মতো আসনগুলোতে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ছিল তৃণমূল শিবির, কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিশেষ করে বোলপুর শহরে আশানুরূপ লিড না পাওয়ায় আরও হতাশা তৈরি হয়েছে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে। যদিও বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা জয়লাভ করেছেন, তবুও অধিকাংশ ওয়ার্ডে প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সংগঠনের ভিত নিয়ে।

চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করেছি বলেই জয় এসেছে। তবে কিছু জায়গায় গাফিলতি ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে। শহরের ভোট আরও ভালো হবে বলে আশা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কোথায় পিছিয়ে পড়েছি, তা বিশ্লেষণ করা হবে।'

দলীয় সূত্রে খবর, এত উন্নয়নমূলক কাজের পরেও এই ফলাফল আশানুরূপ নয় বলে মনে করছে তৃণমূলের একাংশ। একইসঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও দলের একাধিক পরিচিত মুখের পরাজয় নেতৃত্বকে ভাবাচ্ছে।

যদিও চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অনুব্রত মণ্ডল। সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কোনও মন্তব্য না করেই বাড়ি ফিরে যান।

সব মিলিয়ে, একসময় তৃণমূলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বীরভূমে এবারের ফলাফল স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে—জেলার রাজনৈতিক জমিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল আরাবুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পালাবদলের সাথে সাথেই এবার ভাঙড়–২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিস দখল নিল আইএসএফ তথা ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলাম। ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের টিকিটে জিতে ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা খুনের ঘটনায় তিনি জেলে যান। পরে জেল থেকে ফিরলেও তৃণমূল তাকে সাসপেন্ড করে দেয়। এমনকি তৃণমূল তার জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি সোনালী বাছাড়কে কার্যকরী সভাপতি করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী সময়ে ২০২৬ বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা হতেই আরাবুল আইএসএফে যোগ দিয়ে ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী হন। যদিও তিনি ওই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলামের কাছে হেরে যান। এরপরই তিনি বুধবার সকালে ভাঙড়–২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিস দখল নেন।

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসে ধস, গেরুয়া ঝড়ে বেসামাল সব দল

দেবাশিস রায় : 'পাল্টানো দরকার, তাই বিজেপি সরকার' এই স্লোগানে ভর করেই টানা ১৫ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করলো বিজেপি। একধাক্কায় ২০৮টি আসনে জয়পতাকা উড়িয়ে আগামী ৫টি বছর রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করছেন গেরুয়া নেতৃত্ব। বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ভাগীদার পূর্ব বর্ধমান জেলাও। এই জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৪টিতেই মোদী–শাহ ব্রিগেড জয়ী হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বর্ধমান উত্তর এবং খণ্ডঘোষ কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলেও ভোট প্রাপ্তির নিরিখে ঘাসফুলের বাগান যে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ের ধারা বজায় রেখেছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলা চেয়ারম্যান অপূর্ব চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজকে এবারের নির্বাচনী যুদ্ধে শামিল হয়ে বিজেপির কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। আউশগ্রাম কেন্দ্রের অতি সাধারণ ঘরের গৃহবধূ তথা পরিচারিকা কলিতা মাঝি পদ্ম প্রার্থীরূপে জয়ী হওয়ায় তাঁকে নিয়ে এখন সর্বত্র চর্চা তুঙ্গে। গতবারও তাঁর এই লড়াই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, মেমারি, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, মন্তেশ্বর, কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতাড়, আউশগ্রাম, গলসী বিধানসভা কেন্দ্রের সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসকে এবারে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। বিজেপি এই নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রথম থেকেই সর্বশক্তি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপির বিরুদ্ধে রণকৌশল রচনা করে ময়দানে নামলেও একাধিক ধাক্কায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় ঘাসফুল কার্যত মাথা তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনী লড়াইয়ে যুযুধান দুপক্ষের নানাবিধ ইস্যু সহ গতিপ্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে তাদের ধারনা ছিল মোদী–শাহর ক্যারিশ্মায় এবারে জেলায় বিজেপি বেশ কিছু আসনে জয়লাভ করবে। কিন্তু, ৪ মে ফলাফল ঘোষণার দিন ঘাসফুলের সাজানো বাগানে ধসের কারণ হিসেবে বলা যায়– চাকরি লুট, দুর্নীতি, অপশাসন, বেকারত্ব বৃদ্ধি, পরিযায়ী শ্রমিকদের অসন্তোষ, কর্মসংস্থানে শিল্প পরিকাঠামোর অভাব, আরজি কর অভয়াকাণ্ড, একনায়কতন্ত্র মনোভাব, স্বজনপোষণ, ভাতা সহ তোষণের রাজনীতি, দুবৃত্ত সহ বাহুবলীদের দাপাদাপি, দলের গোষ্ঠীকোন্দল, ধর্মীয় বিভাজন সহ মেরুকরণের রাজনীতি, কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা, এসআইআর কেন্দ্রীক হয়রানি, অনুপ্রবেশ, এলপিজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে চালু হওয়া একাধিক প্রকল্পগুলি সহ নানাবিধ উন্নয়নকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তোলার চেষ্টার করলেও কার্যত ব্যর্থ হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে লাগামছাড়া দুর্নীতিগুলিই মুখ্যত হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ

তুলে আর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'যুবসাথী' প্রভৃতি প্রকল্প ও নানাবিধ উন্নয়নের কথা বলে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে আমজনতার নজর কাড়ার চেষ্টা করলেও বিরাট অংশের মানুষ কার্যত সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিজেপির 'ভয় আউট ভরসা ইন' স্লোগানকেই সমর্থন জানিয়েছে। সেইসব মানুষের অভিযোগ, তৃণমূলের বিভিন্ন পদাধিকারী এবং বিধায়ক সহ জেলা শীর্ষ নেতৃত্বকে ঘিরে থাকা একাংশ ক্ষমতার দম্ভে দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছিল। দিনের পর দিন তাদের ঔদ্ধত্য, হুমকি সহ নানাবিধ অত্যাচারে নাভিশ্বাস অবস্থা হয়েছিল অনেকেরই। এসব নিয়েই ভিতরে ভিতরে ক্ষোভের পারদ চড়ছিল কিন্তু, দীর্ঘদিন ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ নেতৃত্ব মানুষের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে গুরুত্বই দেয়নি। মানুষ কাতারে কাতারে তৃণমূলের মিছিলে ভিড় করতেই শীর্ষ নেতৃত্ব খুশিতে ডগমগ হয়ে ভেবেছিল মানুষ তাঁদেরই সঙ্গে রয়েছে এবং কাঙ্খিত জয়লাভ হবেই। এরই সঙ্গে, সর্বত্র দলের মধ্যে প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাঁটাতেও বিদ্ধ হয়েছে ঘাসফুল। সব মিলিয়ে এর ব্যাপক প্রভাবও পড়েছে তৃণমূলের নির্বাচনী লড়াইয়ে। নির্বাচনে ধস নামার পরপরই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দলীয় প্রার্থীর টিকিট না দেওয়ায় তিনি ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের এই ঘোরতর বিপর্যয়ের পর অত্যন্ত খুশিতে তিনি বুধবার স্থানীয় জামালপুরে বুড়োরাজ মন্দিরে গিয়ে রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী সহ তিনজন শীর্ষ নেতৃত্বের নামে ৩টি পাঁঠা উৎসর্গ করার দলের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেন।

অন্যদিকে, ফল প্রকাশের পরপরই জেলাজুড়ে তৃণমূলের অসংখ্য দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে দখল সহ নেতা–কর্মীদের মারধর, দোকানপাট সহ বাড়িঘরে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেছে। দাঁইহাট পুরসভায় বিজেপি কর্মীরা জোরপূর্বক দলীয় পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। যদিও বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাকে কোনওমতেই সমর্থন করেননি। দলের জেলাসাংগঠনিক (কাটোয়া)স্মৃতিকণা বসু বলেন, বিজেপি কখনও হিংসাশ্রয়ী কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যারা এধরনের কাজ করছে তারা বিজেপির হতে পারে না। অনেক জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে তৃণমূলেরই কেউ কেউ এধরনের কাজ করছে। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, পূর্বস্থলী উত্তরের গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভাতাড়ের সৌমেন কারফা, কেতুগ্রামের অনাদি ঘোষ, কাটোয়া কেন্দ্রের কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ নবনির্বাচিত বিধায়কগণ বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে সর্বত্র সকলস্তরের দলীয় কর্মী–সমর্থকদের কাছে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে, দলের এহেন বিপর্যয় প্রসঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, 'মানুষ সঠিক দিশা পায়নি তাই এই পরাজয়। বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসের অভিব্যক্তি, মানুষ এবারে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে চায়নি।' জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'এবারের নির্বাচনে যে এলাকায় মাইনরিটি অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যা কম আছে সেখানে তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এসপিকে বলেওছি কিন্তু, বাস্তবে কার্যকর কিছু হচ্ছে না। প্রচারে বেরিয়ে সর্বত্র বিপুল সংখ্যক মানুষের সাড়া পেয়েছি। বিজেপি জেলার কয়েকশো বুথে এজেন্ট পর্যন্তও দিতে পারেনি, বুথে তাদের কর্মী নেই। তা সত্ত্বেও বিজেপির দিকে মানুষের এই বিপুল সমর্থনের কারণ কী সেটা এখনও বুঝতেই পারছি না।' এদিকে জেলাবাসী অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারের দিকে। নির্বাচনী প্রচারে নেমে বিজেপি নেতৃত্ব এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সহ কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে এবং সম্প্রীতি রক্ষায় যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কতটা বাস্তবায়িত হয় এখন সেদিকেই তাকিয়েই জনতা।

মাধ্যমিকে পাসের হার ৮৬.৮৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে লিখিত পরীক্ষা শেষের ৮৫ দিনের মাথায় আজ ৮ মে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার মোট পাসের হার ৮৬.৮৩। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার বাড়লো ০.২৭ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৮৯.৫৭ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪.৫৪ শতাংশ। এবার নিয়মিত পরীক্ষায় বসা ৪,৯১,৮৮০ জন ছাত্রীর মধ্যে পাস করেছে ৪,১৫,৮৪৭ জন ছাত্রী এবং ৪,০৯,৮৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে পাস করেছে ৩,৬৭,১২৩ জন ছাত্র। তবে এবার নিয়মিত, কন্টিনিউয়িং ক্যান্ডিডেটস্, কম্পার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটস্ মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী বসেছিল ৯,৫৩,৭৫৩ জন। এবার

ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী বেশি ছিল ২৫.৪১ শতাংশ। তাতে গতবারের তুলনায় এবার ছাত্রীদের পাসের হার বেড়েছে ০.১৫ শতাংশ। তবে গতবারের তুলনায় এবার ছাত্রদের পাসের হার বেড়েছে ০.৩৮ শতাংশ। এবার মোট পাস করেছেন ৮,০৬,০১৫ জন।

এবার 'এএ'(৯০–১০০ নম্বর) গ্রেড ৪০,৭০৪। মোট পাসের হারে যা ১.৪৬ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ভূগোল বিষয়ে ৪০,৭০৪ জন। জীবন বিজ্ঞান বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ৩৯,৪১৮ জন। ইতিহাস বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ৩৩,৩৬৫ জন। বাংলা বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ২৭,৩০২ জন। ইংরেজি বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ১৯,৫৪২ জন। ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ১৮,৯১৬ জন এবং অঙ্ক বিষয়ে 'এএ' গ্রেড পেয়েছে সবচেয়ে কম ১৬,০২৬ জন। এবার 'এ+'গ্রেড(৮০–৮৯ নম্বর) পেয়েছে ২.৪১ শতাংশ পরীক্ষার্থী। 'এ' গ্রেড (৬০–৭৯ নম্বর) পেয়েছে ৯.৬৪ শতাংশ। সুতরাং এবার প্রথম বিভাগে পাস করেছে মাত্র ১৩.৯১ শতাংশ পরীক্ষার্থী। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে ১৫.৪২ শতাংশ এবং তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে ৫৫.৩৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

কলকাতা জেলার কোনও পরীক্ষার্থীর 'টপ টেন' নম্বর পাওয়ায় স্থান না হলেও, কলকাতা জেলায় ছাত্রদের পাসের হার ৯৪.৩৭ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯৩.১৮ শতাংশ। হুগলি জেলায় ছাত্রদের পাসের হার ৯৪.৪৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯০.০৬ শতাংশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাত্রদের পাসের হার ৯৬.৩৭ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯৩.৯৪ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ছাত্রদের পাসের হার ৯৩.০৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৮.৫২ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় ছাত্রীদের পাসের হার ৯০.০৫ শতাংশ।

মধ্যশিক্ষা শিক্ষা পর্ষদের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এতো খারাপ কেন? মাত্র ১৩.৯১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে পাস করছে কেন? এবিষয়ে পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আপনারা নিশ্চয়ই পরিষ্কার ভাবে জানেন যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি সারা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে এবং প্রত্যন্ত জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করে। এটা থেকে আমি দু'টো নির্যাস দিতে পারি, প্রথমত আমাদের স্কুল ব্যবস্থাপনায় পঠনপাঠনে যেখানে স্কুলগুলোর উন্নতি করা দরকার, সেখানে পর্ষদের সুযোগ খুব কম। বাস্তবিক চিত্রটা তুলে ধরে। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কোনও সমস্যা থাকে না। এরা কোন্ পরিবার বা কোন্ পরিবেশ থেকে দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে পারফর্মেন্স হয়। কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য জায়গাতেও ভালো ফলাফল করছে। তবে সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ডের সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তুলনায় করা হয়, তবে সেটা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তবে অঙ্ক বিষয়ের ফলাফল সিলেবাস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জায়গা আছে। তবে সিলেবাস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা হবে না। তবে ভালো ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে টপ টেন–এ আছে। রাজ্যের ১৯ জেলায় ভালো ছাত্রছাত্রীরা ছড়িয়ে আছে।

বেহালার দুই কেন্দ্রেই ফুটল পদ্মফুল

বরুণ মণ্ডল

ঘাঁটিতে ঢুকে ঘুঁটি উল্টে দিল গেরুয়া। প্রবল গেরুয়া ঝড়ে তছনছ ঘাসফুলের সাজানো বেহালার বাগান। তবে ২০২২–এর ২২ জুলাইয়ের পর থেকে সময় যতোই গড়িয়েছে, বেহালাবাসী ততোই একটু একটু করে এর আভাস পেতে শুরু করেছে। তবে এতোটা আশা কস্মিনকালেও বেহালার বাসিন্দারা ভাবেনি। বেহালা ঘাসফুলের গড় বলে পরিচিত সেখানে কী না দুজন সাদামাটা বিজেপি প্রার্থী হেভিওয়েট দুই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে গোহারান হারিয়ে দিল। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি, যাঁর স্ত্রী বেহালার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পৌরপ্রতিনিধি, দীর্ঘদিনের বিশিষ্ট আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তীকে গোপালনগরস্থিত বিহারীলাল কলেজে ২৩ তথা শেষ রাউন্ডের গণনায় ২৫,১৩৭ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিল অনেক দেরিতে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষিত বিজেপি দলের প্রার্থী শঙ্কর সিকদার। যে কী না ২০২১ সালে কলকাতা পৌরসংস্থার সাধারণ নির্বাচনে ঠাকুরপুকুরের ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২০.১১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে, তাঁর কাছে অহংকারী লোভী বড়োলোকি কথাবার্তা চালচলনের অধিকারী প্রচারে এলাহি জাঁকজমক মা–মাটি–মানুষের মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীনা শুভাশিস চক্রবর্তীর হার হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওই ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের এক প্রবীণ নাগরিকের বক্তব্য, এই

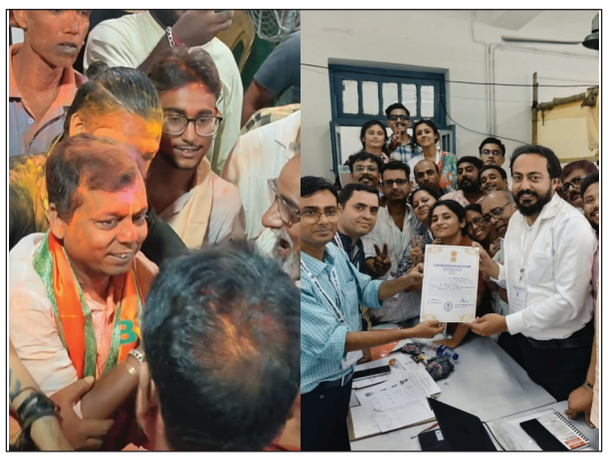

অবস্থায় এখানে পদ্ম ফুটবে না কি ঘাস ফুল ফুটবে? কয়েক রাউন্ড গণনার পরই বেহালা পূর্বের মানুষ বুঝে গিয়েছিল এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের হার অবধারিত। বরো অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লের নেতৃত্বে বেহালা পূর্বের ১১ জন তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি আর ডুবন্ত শুভাশিসকে বাঁচাতে পারবে না। ২০২১–এ বেহালা পূর্বের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। তার জয়ের ব্যবধান ছিল ৩৭,৪২৮। মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০.০১ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। তবে স্থানীয় স্তরে ১১ জন পৌরপ্রতিনিধির দাপট থাকলেও বিধানসভায় তার কোনও কাজে লাগেনি, তা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির ওপর দোষে।

আর বেহালা পশ্চিমে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণার পর থেকেই রত্না চট্টোপাধ্যায় হারতে শুরু করে। প্রথম কারণ নোংরা পারিবারিক কুকেচ্ছা–কলঙ্ককাহিনী। দ্বিতীয় ভোটের মুখে পর্ণশ্রী থানায় গিয়ে থ্রেট কালচার। 'ভোটের পর দেখে নেবো'। এছাড়াও লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো তাঁর ১৩.২৭ কোটি টাকার সম্পত্তি। সঙ্গে ৫.৪৬ কোটি টাকার ঋণ। আর সঙ্গে বেহালা পূর্বে বিধায়কগিরির ৫ বছরের বিধায়ক এলাকা তহবিলের কাটা রেকর্ড কাহিনি। তাই বেহালা পশ্চিমে এবার পদ্ম ফুটেছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে বিহারীলাল কলেজে কয়েক রাউন্ড গণনার পরই থেকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপি প্রার্থী ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ(অনকোলজিস্ট) ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ। ২৬ রাউন্ডের গণনার প্রতি রাউন্ডেই ব্যবধান বাড়িয়েছেন তিনি। ১৩ রাউন্ডে ব্যবধান ছিল ১৫,২২০। শেষে ২৬ রাউন্ডে ব্যবধান গিয়ে দাঁড়ালো ২৪,৬৯৯ – এ। রত্নাসহ ১০ পৌরপ্রতিনিধির দাপট হিতে বিপরীত হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সঙ্গে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালের করুন অবস্থা। একটা এতো বড়ো স্টেট জেনারেল হাসপাতাল আর একটা রেফার হাসপাতালে পরিণত হওয়া। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেহালা ছেড়ে চলে যাওয়া পর থেকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালের এই করুন অবস্থায় সৃষ্টি। বেহালায় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ তলানিতে। যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেহালায় কার্যকরী বিধায়ক থাকার সময় বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সঙ্গে বেহালার শিক্ষা ব্যবস্থা এতোটা করুন অবস্থা ছিল না। ওই জন্যই পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৯.৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে ছিলেন। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল ৫০,৮৮৪টি ভোট।

কলকাতার সব রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে সিসিটিভি সিস্টেমের আওতায় এনে কলকাতাকে 'স্মার্ট সিটি' করার দাবি উঠল কলকাতা পৌরসংস্থা অধিবেশনে। কলকাতা পৌরসংস্থাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার সঙ্গে কলকাতার নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শহরকে আরও নিরাপদ করা আশু প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত মহানগরগুলি যেমন ইংল্যান্ডের লন্ডন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মহানগর নিউইয়র্ক সিটি বা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর সিসিটিভি সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এইসব শহরগুলিতে হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা রাস্তাঘাট, জনবহুল এলাকা এবং 'ক্রাইম প্রোন্ জোন এলাকাগুলি কভার করে, যা অপরাধ প্রতিরোধ, দ্রুত তদন্ত এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করে। ফলে, অপরাধের হার কয়েকগুণ কমেছে এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি বেড়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে মূল রাস্তাগুলিতে সিসিটিভি কভারেজ চালু করেছে, যা যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনা তদন্তে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

এবিষয়ে বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলিতে যেমন – মূল চৌমাথা, বাজার এলাকা, স্কুল ও কলেজের চারপাশ এবং জনবহুল রাস্তায় উচ্চমানের সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। এতে কেবল অপরাধ নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং নাগরিকদের নিরাপদ চলাচল, পরিবেশগত নজরদারি এবং জরুরি সেবা প্রদানে সহায়তা মিলবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে স্থানীয়

পুলিশ ও পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডেটা শেয়ারিংয়ের সিস্টেম তৈরি করা। কলকাতা পৌরসংস্থার এই প্রকল্পের সরকারি অনুদান, সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এতে কলকাতা পৌর এলাকাকে একটি স্মার্ট এবং নিরাপদ মহানগর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা একটা অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। কিন্তু অন্যান্য যেসব শহরের নাম উল্লেখ করলেন সেখানে শহরের পুলিশ প্রশাসনটা শহরের মহানাগরিকের হাতে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কলকাতার পুলিশ প্রশাসন থাকে কলকাতার নগরপালের হাতে। দ্বিতীয়ত, এই পুরো সিসিটিভি ক্যামেরা এটার পুরোটাই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অনুমোদন এবং কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের দ্বারাই এইগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদেরও 'সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এই খাতে সিসিটিভি ক্যামেরা কেনার যে টাকা দেন, তা আমরা কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে পাঠিয়ে দিই। তারাই ঠিক করে, কোথায় কোথায় এই ক্যামেরা বসানো হবে। তবে আপনি যেসব জায়গায় বিষয়টি প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন, তা আমরা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে পাঠিয়ে দেবো। এটাতে লাগানোর জন্য মৌখিক রূপে অনুরোধও করবো এবং এটা মনিটরিং করার বিষয়টি বলে দেবো। তবে কলকাতায় কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ ও যাদবপুর এই তিন জন যে সাংসদ আছেন তাঁরা যদি কিছু কিছু করে এই খাতে টাকা দেন, তবে আমরা টাকাটা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ পাঠিয়ে বললো, আপনার দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য এবং নির্দিষ্ট ভাবে মনিটরিং করার জন্য এবং ট্রাফিক পুলিশকে বলবো, কলকাতা পৌরসংস্থাকেও ক্যামেরার একটি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া জন্য, তাতে কলকাতা পৌরসংস্থাও ক্যামেরাগুলির মনিটরিং করতে পারবে।

অন্য উত্তর কলকাতা, গেরুয়া আবিরের উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাশীপুর–বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের একজন বাদে বাকি পাঁচ পৌরপ্রতিনিধিকে, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের আট পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে পাঁচ পৌরপ্রতিনিধিকে, শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১১ জন পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে সাত পৌরপ্রতিনিধিকে এবং জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে ৬ জন পৌরপ্রতিনিধিকে আগামী ডিসেম্বর মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার নবম সাধারণ নির্বাচনে (কলকাতা পৌর নিগম আইন ১৯৮০) তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট নাও দিতে পারে। কারণ ওইসব ওয়ার্ডগুলিতে অষ্টাদশ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। আর তার ফলেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত হতে বাধ্য করিয়েছে। এছাড়াও বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ জন পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে ৩ জন পৌরপ্রতিনিধি, এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের ৫ জন পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে ২ জন পৌরপ্রতিনিধি এবং চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে ৫ জন পৌরপ্রতিনিধিকে আগামী ডিসেম্বর মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেবে কী না, তাতে জোর সন্দেহ দানা বেঁধেছে। কারণ এই কেন্দ্রগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান গতবারের তুলনায় ৫০ শতাংশের নীচে নেমে গেছে। আসলে এরা কেউ কথা রাখেনি। কথা মতো কাজ করলে এমন অকল্পনীয় ফলাফল হতো না। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর জেলার ৭ বিধানসভা কেন্দ্রের ৪ বিজেপির দখলে আর ৩ তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে গেল। ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১ পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি কেন্দ্র ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। একটিতেও বিজেপির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সেইদিক থেকে দেখলে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির এই উত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কলকাতার সর্বত্রই এবার হয়েছে দ্বিমুখী লড়াই।

এক প্রবীণ নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কত আন্দোলন, কত দিনরাতের লড়াই পর ৩৪ বছর বাম শাসনের অবসান ঘটানো গিয়েছিল। আর এবার তো ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস তো শুধু হওয়াতেই উড়ে গেল। ৪০ নম্বর

ওয়ার্ডে কলেজ স্ট্রিটের এক চায়ের দোকানে বসে এক প্রবীণ স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, যাঁর একটা দক্ষ পৌরপ্রতিনিধি হবার যোগ্যতা নেই, তাঁকেই তৃণমূল কংগ্রেস করলো জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। সেখানে বিজয় ওঝার মতো একজন জনপ্রিয় পৌরপ্রতিনিধি ২২ রাউন্ডের গণনায় ৫,৭৯৭ ভোটে হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে গাদার ঘরে ফেলবে না তো কী করবে। প্রসঙ্গত, ২০২১ –এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে ১২,৭৪৩ ভোটে জয় লাভ করেছিলেন।

জোড়াফুলের শক্ত গড় উত্তর কলকাতাতেও থাবা বসালো পদ্ম শিবির। তবে সেই ঝড় যেমন কাশীপুর–বেলগাছিয়া, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, জোড়াসাঁকোতে দমকা হেনেছে, ঠিক তেমনই সেই ঝড় পুরনো কলকাতার বেলেঘাটা, এন্টালি, চৌরঙ্গীতে থমকেছে। ৪ মে–র বিকেলে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টানটান লড়াইয়ের পর ফলাফল দাঁড়ালো ৪–৩। তবে কলকাতা উত্তরে এবারের ফলাফলে অতীন ঘোষের মতো একজন প্রবীণ দক্ষ কর্মবীর দীর্ঘ ৩০ বছরের পৌরপ্রতিনিধির পরাজয় মানুষ অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে যে ভোট দেয়নি, এটা অন্তত একশো ভাগ নিশ্চিত। মানুষ ভোট দিয়েছে জোড়া ফুলের বিরুদ্ধে। এই কেন্দ্রে বিজেপির পুরনো দিনের প্রতিনিধি রীতেশ তিওয়ারি ২১ তথা শেষ রাউন্ডের গণনায় ১,৬৫১ ভোটে জয় লাভ করেন। ২০২১–এর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে অতীন ঘোষ ৩৫,৩৯০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। আর মানিকতলার মানুষ এটা অন্তত বিচার করতে পারে যে সাধন পাণ্ডে আর শ্রেয়া পাণ্ডে একই স্তরের ব্যক্তি নয়। আর তার তুলনায় তাপস রায়ের মতো দীর্ঘ অভিজ্ঞ দক্ষ ব্যক্তিকে বেছে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। সেইসূত্রেই ২০ তথা সর্বশেষ রাউন্ডের গণনার শেষে তাপস রায় ১৫,৬৪৪ ভোটে জয়লাভ করেন। প্রসঙ্গত, ২০২১–এ সাধন পাণ্ডে এই কেন্দ্রে ২০,২৩৮ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। স্বনামধন্য পরিবারের সদস্য ডা. শশী পাঁজার রাজনৈতিক জীবন যতো গড়িয়েছে ততই তাঁর ঔদ্ধত্য, অহংকার, নির্বুদ্ধিতা, অযৌক্তিক কথাবার্তা, পরিষ্কার মিথ্যা কথাবার্তা ধারাবাহিকভাবে বলাই তাঁর কাল হয়েছে। তা না হলে পূর্ণিমা চক্রবর্তী–র মতো অনামী ব্যক্তির কাছে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২১ রাউন্ডের গণনার শুরু থেকেই হারতে থাকে। ২১ রাউন্ডের গণনার শেষে ১৪,৬৩৩ ভোটে পূর্ণিমা জয় লাভ করে। প্রসঙ্গত, ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে ডা.শশী পাঁজার জয়ের ব্যবধান ছিল ২২,৫২০।

৪মে দুপুর ২টোর পর থেকে উত্তর কলকাতা একটা অন্যরূপে স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে ধরা দেয়। যে চিত্র এর আগে কখনও দেখেননি এখানকার বাসিন্দারা। চৌরঙ্গী কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রথম থেকে জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে ২১ তথা শেষ রাউন্ডের গণনায় ২২,০০২ ভোটে জয় লাভ করেন। যদিও ১৪ রাউন্ডের গণনার পর বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ কুমার পাঠক গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান। প্রসঙ্গত, ২০২১ –এর বিধানসভা নির্বাচনে ৪৫,৩৪৪ ভোটের ব্যবধানে নয়না জয়লাভ করেছিলেন। এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সন্দীপন সাহা ২১ তথা শেষ রাউন্ডের গণনায় ৩৪,০০৬ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে তাঁর বাবা স্বর্ণকমল সাহা ৫৮,২৫৭ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেছিলেন। বেলেঘাটা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল কুমার ঘোষ নেতাজী ইন্ডোরে ২৩ তথা শেষ রাউন্ডের গণনার শেষে ২৮,৫৭৬ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পরেশ পাল ৬৭,১৪০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন।

দমকা হাওয়ায় টালিগঞ্জ–যাদবপুরের সবুজ আবরণ মুড়ে গেল গেরুয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮৪–৮৫ অর্থবর্ষ থেকে টালিগঞ্জ–যাদবপুরের ১০১–১১৪ এই ১৪টি এবং তৎসংলগ্ন ৯৪–১০০ এই ৭টি মোট ২১টি ওয়ার্ড লালের গড় বলে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশ আগত বাসিন্দাদের আশ্রয় স্থল ছিল এই সমস্ত এলাকাগুলি। কিন্তু গত ১৫ বছর সেই লালের গড় মুড়ে গিয়েছিল সবুজের আবরণে। কিন্তু এবারের অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের একটা দমকা হাওয়ার বেগ সেই আবরণকে উড়িয়ে নিয়ে ফেললো আদিগঙ্গা–টলিনালার জোয়ারের জলে। এই ২১ ওয়ার্ডের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডটি বাদে বাকি ২০ জনের মধ্যে ৪–৫ জন তৃণমূল পৌরপ্রতিনিধির ঔদ্ধত্য, অহংকারী চালচলন, বড়ো বড়ো কথা দাদাগিরি আচরণ আজ হতশ্রী অধঃপতনের মূল কারণ। স্থানীয় ডেভলপার–প্রমোটারদের কাছে যাদবপুর একজন ডাকনাম হয়ে উঠে ছিল 'গ্যারেজ ওমুক'। যাদবপুর এলাকার প্রতিটি ফ্ল্যাটে তাঁর জন্য একটা 'কার গ্যারেজ স্পেস দিতে হবে। তবে ফ্ল্যাটের অনুমোদন পাস হবে। আর টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার আজকের হতশ্রী অবস্থা। ২–৪ জন বাদে অধিকাংশ অভিনেতা–অভিনেত্রী–পরিচালক–প্রযোজক নিজেদের আসল কাজ ছেড়ে রাজনীতিতে নাম লিখিছে। এতো দিন চুরিচামারি করে চলে যাচ্ছিল। আর স্থানীয় সাধারণ মানুষ সব দেখছিল, খবরও রাখছিল। দিন তো সবার একই রকম যায় না, সুযোগ পেয়েছে ঘাঁটিতে ঢুকে ঘুঁটি উল্টে দিয়েছে।

যাদবপুরের এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণনায় ১৩ রাউন্ডেই বিজেপি প্রার্থী শর্বরী

মুখোপাধ্যায় ১৭,৮৬৮ ভোটে এগিয়ে যায়। ২৬ রাউন্ডের গণনার শেষে নিকটতম তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী প্রথমবারের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারের তুলনায় শর্বরী মুখোপাধ্যায় ২৭,৭১৬ ভোটের ব্যবধান গড়া হয়ে যায়। শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ১,০৬,১৯৯, সেখানে দেবব্রত মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট ৭৮,৪৮৩ এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রাপ্ত ভোট ৪১,১৪৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুজন চক্রবর্তীর তুলনায় ৩৮,৮৬৯ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করে।

অন্যদিকে, ওই কলেজে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের গণনায় ১১ রাউন্ডেই বিজেপি প্রার্থী পুরনো দিনের অভিনেত্রী পাপিয়া দে অধিকারী ২,৮৭৮ ভোটে এগিয়ে যায়। ১৭ রাউন্ডের শেষে নিকটতম তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী দীর্ঘ ১৫ বছরের স্থানীয় বিধায়ক অরূপ বিশ্বাসের তুলনায় পাপিয়া দে অধিকারী ৬,০১৩ ভোটের ব্যবধান গড়া হয়ে যায়। পাপিয়া দে অধিকারীর প্রাপ্ত ভোট ৮৮,৪০৭, সেখানে অরূপ বিশ্বাসের প্রাপ্ত ভোট ৮২,৩৯৪ ভোট এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের প্রাপ্ত ভোট ৩০,৩৩৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির বাবুল সুপ্রিয়র তুলনায় ৫০,০৮০ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করে।

বার্তা

বেহাল রাস্তা : তারাতলা মোড় থেকে জিনজিরা বাজারের রাস্তার অবস্থা বহু দিন ধরে খারাপ, তারি সাথে চলছে ঝুঁকি পূর্ণ যাতায়াত, সরকার আসবে যাবে, তার ফলে, সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবেন,সেটা আগামী সময় বলবে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

গেরুয়া ঝড় : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের এক নম্বর ওয়ার্ডে বিজয় উল্লাসে মাতলেন ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা পশ্চিমবঙ্গ সবিতা চৌধুরী। **ছবি : অরুণ লোধ**

উল্লাস : কালীঘাটে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকদের উল্লাস। **ছবি : নিজস্ব**

দান : আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবসে রক্তদান করে নজির গড়লেন ক্যানিং–এর অনিমেশ নস্কর। **ছবি : নিজস্ব**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন

পিনাকী চৌধুরী

এই বৈশাখ মাসেই দারুণ দহন জ্বালায় অতিষ্ট বঙ্গবাসী, কিন্তু এই বৈশাখ মাসেই উৎযাপিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস ২৫ বৈশাখ। আসলে এও এক প্রাণের আরাম। ইদানিং ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে শহরের আনাচে কানাচে অসংখ্য রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয়, তার থেকেও বেশি বেশি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বিশ্বকবির ছবি সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের লেখা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতেই কি আমাদের দায় সম্পূর্ণ হয়? বোধহয় না। আসলে বিশ্বকবিকে জানা বা বোঝা অতো সহজ ব্যাপার নয়। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে শুধুই গালভরা বুলি আওড়ালে আর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করলেই সব হয়ে যায় না। বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন আপনি নগ্ন প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যাবেন, কিম্বা দৈনন্দিন জীবনের সেই চিরাচরিত অম্লমধুর প্রেম-অপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করবেন অথবা নিদেনপক্ষে আটপৌরে অনিশ্চয়তার জীবনে প্রবেশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন! হ্যাঁ, তখনই কিন্তু আপনি বা আমি কিছুটা হলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বা কবিতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবো। ইদানিং আমরা অনেকেই মানসিক অবসাদে ভুগি। কিন্তু তাই বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিক অবসাদ? হ্যাঁ, উনিশশো তেরো সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন, আর তার ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ উনিশশো চোদ্দ সালের মে মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবসাদ আসতে থাকে। এক অলৌকিক বিস্ফোরণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাঁর ভিতরের সেই জ্বলন্ত অঙ্গার, নড়বড়ে হয়ে

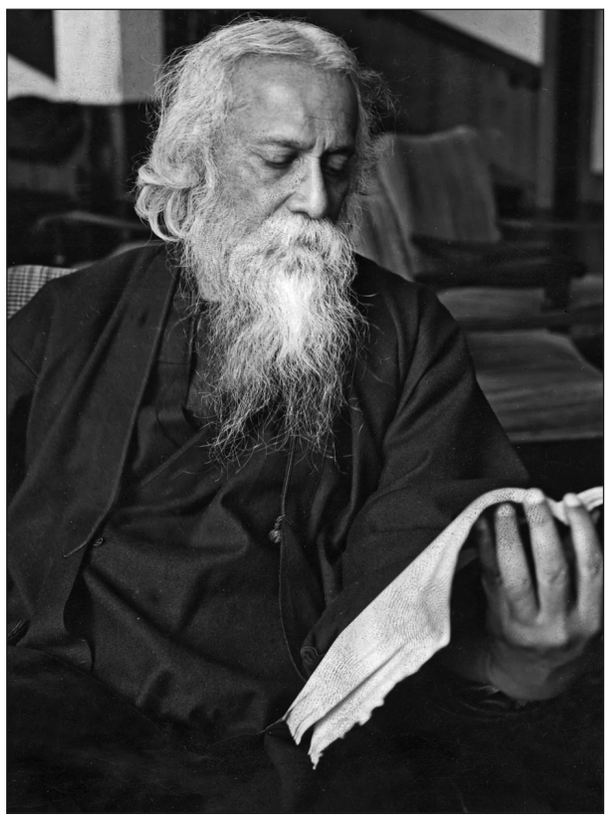

যেতে থাকে বিশ্বকবির সমস্ত সত্তার ভিত! অথচ, সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর শৈশবকাল থেকেই কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, যিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিষাক্ত সমালোচনা অবলীলায় হজম করেছিলেন। পাঠকদের উচ্ছ্বাস বা দর্শকদের প্যাশন, কোনো কিছুই তাঁর সেই তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। বিশ্বকবি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু কেন? এটা কি নোবেল পুরস্কারের আফটার শক? হতেও পারে। আসলে নোবেল পুরস্কার বস্তুটি যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছিল, তার ইতিহাস কিন্তু রয়েছে তাঁর জীবনলিপির পাতায় পাতায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তিনি লিখেছেন, 'সম্মানের ভূত আমাকে পাইয়াছে। আমি মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি.... আপনি হয়তো ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।' বাস্তবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শুধুমাত্র কবি বা সাহিত্যিক নন, বলা ভাল একজন দার্শনিক! চিরকালই স্বভাব খুঁতখুঁতে, নিজের জীবনেতো নয়ই, এমনকি নিজের সৃষ্টিতেও তিনি তৃপ্ত হন নি। ফেলে আসা জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একধরনের অনুশোচনা ও অপূর্ণতা বোধ কাজ করেছিল। কিন্তু যে কাব্যরচনাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই কাব্যের জন্যই তো তখন তিনি পৃথিবীর চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে ফেলেছিলেন, তাহলে কেন মানসিক অবসাদ? এর সদুত্তর আজও কিন্তু পাওয়া যায় নি। তবে বিশ্বকবির জীবনের যাবতীয় অনুশোচনা ও অপূর্ণতা বোধের কিছু প্রমাণ তাঁর সৃষ্টিতেই পাওয়া যায় । বিশ্বকবির ভাষায় অনেক কথা বলেছি, সে মিথ্যে বলা/অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যে চলা! তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর সেই মানসিক অবসাদকে হাতিয়ার করতে চাইলেন তাঁর হতাশার বিরুদ্ধে! তিনি লিখেছেন, 'My period of darkness is over once again. It has been a time of very great trail to me and I believe it was absolutely necessary for my emancipation!'

সুন্দরবনের চড়াবিদ্যা গ্রাম ধর্মরাজ মেলায় মহামানবের মিলনক্ষেত্র

সুভাষ চন্দ্র দাশ

'বুদ্ধ পূর্ণিমা'র পূণ্য লগ্নে 'যমরাজ'কে দর্শন লক্ষ লক্ষ ভক্ত হাজির হলেন সুন্দরবনের অখ্যাত এক গ্রামে এবং ঢাকের বাদ্যিতেই মেতে উঠলো সমগ্র এলাকা।

তিনি যমদূত! তিনিই ধর্মরাজ! তিনি বসে রয়েছেন একটি মহিষের উপরে। তাঁর স্বপ্নাদেশ পেয়েই জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি মন্দির গড়ে তুলেছিলেন এলাকার জমিদার। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চড়াবিদ্যা গ্রাম। সেখানে বিরাজ করছেন স্বয়ং ধর্মরাজ। সালটা ছিল বাংলা ১৩৪৪। তখন ইংরেজরা দেশ শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। ছিল জমিদারী প্রথা। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে জলাজঙ্গলে ভরপুর। তৎকালীন সময়ে জমিদার ছিলেন শশীভূষণ নস্কর। তিনি একদিন রাতে স্বপ্নাদেশ পান স্বয়ং ধর্মরাজের। স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁকে নির্দেশ দেয় এলাকায় তাঁর একটি আশ্রয়স্থল কিংবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর মহাফাঁপরে পড়ে যায় নস্কর পরিবার। এরপর এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি বট ও অশ্বত্থ গাছের পাশে ধর্মরাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই জাঁকজমক করে পুজোপাঠ পেতে থাকেন স্বয়ং ধর্মরাজ। বছর দুই পর মন্দিরটি পাকা করা হয়। পরবর্তীকালে আবারও স্বপ্নাদেশ পান শশীভূষণ। তিনি জানতে পারেন যেখানে যেমন ভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তেমনই ভাবে থাকবে। মন্দিরের কোন কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না এবং রাতের অন্ধকারে মন্দিরে কোন আলো জ্বলবে না। ধর্মরাজের নির্দেশে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। পরবর্তী সময়ে শশীভূষণের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে বামাচরণ মন্দিরের দেখভাল শুরু করেন। বামাচরণ নস্করের ১৬ টি ছেলে ছিল। তিনি মূল মন্দিরের সংস্কার করে বড় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ধারাবাহিকভাবে তাঁর ১৪ ছেলের অকাল মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময়ে আরো দুই ছেলের মৃত্যু হয়। সেই থেকে ধর্মরাজের মূল মন্দির একই রাখার সিদ্ধান্ত নেয় নস্কর পরিবার। এছাড়াও মন্দিরের বাইরে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও ধর্মরাজের নির্দেশে মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার রাখা হয়। শুধুমাত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে।

সেই ইংরেজ আমল থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই অখ্যাত গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরের পুজোপাঠ চলে আসছে আজও। প্রতি বছরই বুদ্ধ পূর্ণিমার নির্দিষ্ট দিনেই পুজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। পুজো উপলক্ষে সারাদিন মেলা বসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। চৈত্র মাসে ঝাঁপ হয় এবং সন্ন্যাসী হয়

প্রচুর ভক্ত। অনেকেই মানত করেন। জানা গিয়েছে, ধর্মরাজের কাছে যে যেমনভাবে মানত করেছেন, ধর্মরাজ তার মানত পূরণ করেছেন। বিশেষ করে ক্যানসার আক্রান্ত রোগী ধর্মরাজের চরণ স্পর্শ করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন দাবী অগণিত ভক্তের। সাধারণ ভক্তদের মনঃস্কামনা পূরণের জন্য বট-অশ্বত্থ গাছে ঢিল বাঁধেন। আবার কেউ কেউ মন্দির প্রাঙ্গণে পুকুরে গিয়েও মানত করেন। মানত সফল হলেই ধর্মরাজকে পুজো দিয়ে থাকেন ভক্তরা। শুক্রবার বাসন্তীর চড়াবিদ্যা গ্রামে বসেছিল ৮৯তম বর্ষের ধর্মরাজ মেলা। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। মনঃস্কামনা পূরণ হওয়ায় এদিন ৭৬ জন ভক্ত ধর্মরাজের ছলম (মাটির তৈরী ধর্মরাজের মূর্তি) দিয়ে পূজোপাঠ করেছেন। ধর্মরাজের নির্দেশে মন্দিরের পুরোহিত ও পরিবর্তন করা হয় না। শুরুতেই পুজোপাঠ করতেন বারুইপুরের সরবেড়িয়ার শৈলেন্দ্র নাথ আচার্য্য। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁরই জামাই ভূতনাথ চ্যাটার্জী ধর্মরাজ এর পুজোর দায়িত্ব লাভ করেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক নস্কর জানিয়েছে 'বিগত দিনের সমস্ত নিয়ম মেনেই ধর্মরাজ বাবার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর ভক্তরা আসেন পুজো দিতে এবং মানত করতে। একদিনের ধর্মরাজ মেলায় মহামানবের মিলনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠে সুন্দরবনের অখ্যাত এই গ্রাম চড়াবিদ্যা।'

গরমে হাঁসফাঁস তবুও বৈশাখী ধামাকা

সুকুমার মণ্ডল

কবি-রা বলেন, পলাশ-শিমূল-কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার রঙের ছোঁয়ায় পাষাণ হৃদয়েরও মনে রঙ লাগে। গাছের শাখায় শাখায় সবুজ পাতার সাজ, কোকিলের মন-কাড়া ডাক, বাতাসে কাঁচা আমের সুবাস, মাঝেমধ্যে কালবৈশাখীর দাপাদাপি — রোদের ঝাঁঝে ঝলসে যায় চারদিক, গরমে হাঁসফাঁস তবু বৈশাখে রবীন্দ্র-চর্চার স্নিগ্ধতার আবেশে মন জুড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে বৈশাখের জৌলুষ-ই আলাদা। হয়তো সেই কারণে বাংলা বছরের এই প্রথম মাস-টিকে নিয়ে কবি-লেখকদের আবেগ-ও অনেক বেশী। কবিগুরু বৈশাখ-কে সাদরে আহ্বান করে বলেছেন, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো ...। বছর শুরুর ক্ষণে, আমরা ইষ্টদেবতার কাছে নতুন বছর-টি নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনার এস-এম-এস পাঠাই। বৈশাখে শপথ নিই, সারা বছর আমি যেন ভালো হয়ে চলি। কিন্তু এই সনের শুরুতেই যা ধামাকা চলছে এবং চলবে তাতে করে ভালো হয়ে থাকার আগাম প্রতিশ্রুতি কিংবা শপথ নেওয়া বেশ মুস্কিল।

এ বছর বৈশাখে বাড়তি উত্তাপের জন্য তৈরী থাকুন। ধরিত্রী মাতা ক্রমশঃ তেতে উঠছেন। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে এমনিতেই শীতের কোমর ভেঙে পড়ছে। চারিদিকে গরম হাওয়া। কেবল প্রকৃতির ভ্রুকুটি হলে তো কথা ছিল না, এ বছরে ফাগুন মাস থেকেই বিশ্বে যুদ্ধের আগুন লেগেছে। তার জেরে জেরবার দুনিয়ার মানুষ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেই অমোঘ শ্লোগান — তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ! — যুদ্ধবাজ আমেরিকা ও ইজরায়েলের রক্তপিপাসু নেতারা তো আর সত্যজিৎ রায়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমাটি দেখেন নি! এসব শোনেনও নি। ফলে বিশ্বজুড়ে তেল-সংকট, সভ্যতা ধ্বংসের উন্মত্ত আস্ফালনের অমঙ্গলের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে চারিধারে। যুদ্ধে আপাততঃ বিরতি হলেও দুনিয়ার লোক ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, বিশ্ব-রাজনীতিতে কথার খেলাপ করার পরম্পরা বহুল প্রচলিত, দুম করে আবার শুরু করে বসলেই হ'ল। তার ওপর এবছর বৈশাখে এদেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন, ফি-সন তো এমন ভীষণ লড়াই হয় না! আর তাতেই তেতে রয়েছে চারধার। প্রত্যেকের মেজাজ চড়ে রয়েছে সপ্তমে। চড়কের আগে থেকেই চোখে চড়কগাছ দেখছে সব্বাই। এবারে ভোটে দাঁড়ানো প্রার্থীদের নাওয়া-খাওয়া লাটে উঠেছিল। যিনি ভোটে দাঁড়ানোর টিকিট পান নি, এমন কি যার কপালে

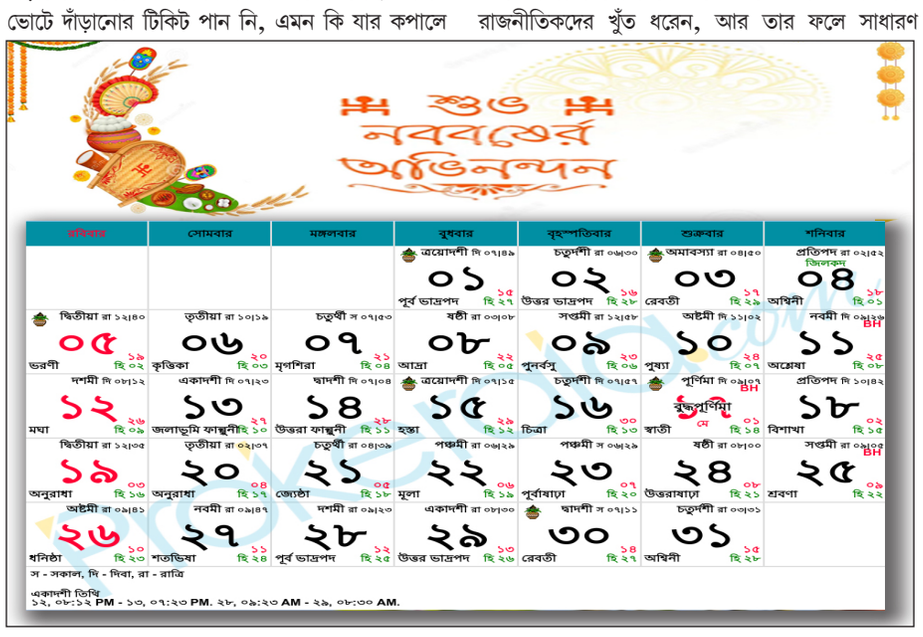

টিকিটের শিকে ছিঁড়েছিল সব্বাই শিঁটিয়ে ছিলেন। ভোটের কাগজ জমা দিতে গিয়ে মাথা ফেটেছিল, প্রচারে বেরিয়ে গালি-গালাজ, কু-মন্তব্য ভেসে এসেছিল, প্রতিপক্ষ দলের কর্মীদের পিটিয়ে শায়েস্তা করার পবিত্র-কর্মও বাদ যাচ্ছে না। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছিল কি-হয় কি-হয় ভাব ।

এই কামড়াকামড়ি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি-র মধ্যে চৈত্র যে যায় যায়, বৈশাখ এলো বলে, কারোর কি আর সে খেয়াল আছে! এ সময়টাই ভারি গোলমেলে মশাই, কেননা সংস্কৃতি-রক্ষার জন্য সমাজের সম্মানীয়, প্রাজ্ঞ ও বিশিষ্ট মানুষদের ওপর ইদানিং আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। ওঁরা বড্ড বাঁকা বাঁকা মন্তব্য করেন, বিবিধ বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য শাঁসালো গৌরী সেন-দের ধরে আনেন না উল্টে রাজনীতিকদের খুঁত ধরেন, আর তার ফলে সাধারণ মানুষেরা নাকি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই, বলতে গেলে, নিতান্ত বাধ্য হয়েই, সংস্কৃতি-রক্ষার যতেক দায়-দায়িত্ব রাজনীতির লোকেরা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফলে এই বৈশাখে তেনাদের এখন 'ভোট (গদী) রাখি, না রবি ঠাকুর রাখি' অবস্থা! ভোটের ছুটোছুটিতে বিধ্বস্ত, তিতিবিরক্ত এক নেতা কবুল করেই বসলেন, রবি ঠাকুর জন্মানোর জন্য বছরের অন্য কোনও সময় বেছে নিলেই ল্যাটা চুকে যেত। ধরুন, বৈশাখের জায়গায় শ্রাবণে জন্মালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত। আমি বাধা দিয়ে বলে ফেললাম, কি মুস্কিল, বাংলায় ভোট-পূজা বরাবর গ্রীষ্মেই হবে এটা উনি কেমন করে আগাম জানবেন, ওনার সময়ে তো আর ভোট-যুদ্ধ ছিল না। আমার কথার খেই ধরে উনি বল্লেন, অ্যায় ..এটা ঠিক বলেছেন, ভোট হল যুদ্ধ, ধুন্ধুমার যুদ্ধ। জানেনই তো, যুদ্ধে কিছু সৈনিকের প্রাণ-টান যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে না নিয়ে আপনারা কেন যে সেগুলো-কে রাজনৈতিক খুন-টুন বলে চিল্লিয়ে হাওয়া গরম করেন বুঝিনা!

শুধু ভোটের গরম হলে না হয় কথা ছিল। এ-বছর চৈত্র-বৈশাখ জুড়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ধামাকা সব কিছু একসঙ্গে চলছে এবং চলতে থাকবে। এইসব কাণ্ডের মাঝে কালবৈশাখী-র ঝড়বৃষ্টি এক-আধটা খেলা জল ঢেলে মাটি না করে দিয়েছে এবং আরও কয়েকটা খেলা ভণ্ডুল করে না দেয়, সে আশঙ্কাও অনেকের মনে উঁকি মারছে! যার অর্থ, এ-বছর কালবোশেখীও আদৌ স্বাগত নয়কো! বাঙালীদের মন জুড়ে এমন ত্রিমুখী বিনোদন অতীতে ছিল না। এইসব হুজুগের ঠেলায় ভুলে যাবেন না, এই বৈশাখে রবি ঠাকুরের জন্মদিনটিও আছে।

জনৈক প্রবীণ প্রার্থী একান্তে কবুল করে ফেললেন, আপনারা তো জানেন, আমার এলাকায় প্রত্যেক বছর পঁচিশে বোশেখ কেমন ধুমধাম করে করি। ঠাকুরের ইচ্ছেয়, যদি এবারের ভোটে উতরে যাই, দেখবেন কেমন ঘ্যামা করে বিজয়া থুড়ি রবীন্দ্র জয়ন্তী করি ...। ডিজে থেকে শুরু করে লেসারের আলোর খেলায় ফাটিয়ে দেবো। কালবোশেখির প্রলয় নাচন নয়, স্টেজে টালিগঞ্জের রূপসী ফিলিম স্টারেরা এমন নাচাগানা করবেন, সেসব ধামাকা দেখলে আপনার জীবন-সাথক হয়ে যাবে। এসব শুনলে টুনলে মন-টা প্রসন্ন হওয়ারই কথা, ভাবি রবি ঠাকুরের কি কপাল !

তবে আমাদের কপালে এই বৈশাখে কি নাচছে তা ঠাকুর-ই জানেন!

পুস্তক সমালোচনা

ছোটদের মনের মত গল্প

বিধান সাহা : সুব্রত ভট্টাচার্যের ছোটদের গল্প সংকলন গ্রন্থ 'ঠাকুমার চিঠি ও অন্যান্য গল্প'। গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে ১৪টি গল্প। লেখক 'আমার কথা' অংশে জানিয়েছেন যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলিই পরম সুহৃদ মুকুল মাইতির উৎসাহে ও প্রেরণায় সংকলিত করে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।

গ্রন্থের প্রথম গল্প যে আলো পথ দেখায়। গল্পটি শুরু হয়েছে ছোট্ট একটি চিঠি দিয়ে। কাকাবাবু সম্বোধনে চিঠিটি লিখেছেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জগন্নাথ বর। তিনি তাঁর প্রেরণাদাতা গল্প কথককে গ্রামে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওই চিঠিতে। লেখক স্মরণ করেছেন বিগত দিনের কথা। তারপর হাজির হয়েছেন গ্রামে। মিলিত হয়েছেন জগন্নাথের বাড়িতে। উপহার সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসার সময় দেখেছেন সেই গ্রাম এখনও বিদ্যুৎ বিহীন। গল্পের শেষে লেখকের মনে হয়েছে, জগন্নাথ যে আলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে, সে আলো বিজলি বাতির চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। এ আলোয় আলোকিত হয়ে জগন্নাথদের গ্রামের সব ঘরগুলোই আলোয় একদিন ঝলমল করে উঠবে। গল্পটির উত্তরণ আমাদের পাঠক হৃদয়ে রেখাপাত করে।

অনেকটাই রূপকথাধর্মী গল্প নেহার কথা। জমিদারের পুত্রবধূ হল ভাগ্যবিড়ম্বিতা নেহা। রূপকথার মতোই বিষয় সম্পত্তি ফিরে পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে থাকলেন। –শেষাংশ রচিত হলেও শেষে কিন্তু লেখক দুটি পংক্তি জুড়ে দিয়ে রূপকথার প্রচলিত ইমেজকে চুরমার করে দিয়েছেন- আর নেহার খুড়তুতো বোন অহনা এসব দেখেশুনে বলল, ছিঃ এরকম জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে। এরা আবার জমিদার নাকি!

অনিমেষ দলুইয়ের লেখক সত্তাকে বের করে এনেছেন বিদ্যালয়ের নতুন বাংলা শিক্ষক। পদে পদে তাকে উৎসাহিত করার ফল ফলেছে গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণচন্দ্রপুরের মেলায়, পিংকি, বন্ধু, দুষ্টুমি, দুর্গাই যেন –গল্পগুলি সহজেই মনে দাগ কাটে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক শুভবোধ জাগ্রত হবার প্রয়াস। গল্পের শেষে সেই শুভবোধের জাগরণই গল্পগুলিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

গ্রন্থের শেষ গল্প ঠাকুমার চিঠি। বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে ঠাকুমা ঠাকুর্দাকে আমরা অস্বীকার করছি। তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি বৃদ্ধাশ্রমে। তেমনই একটি গল্প ঠাকুমার চিঠি। গল্পটি সহজেই আমাদের মনে দাগ কাটে।

ছোটদের মনের মত করে ছোটদের গল্প পরিবেশন খুব সহজ

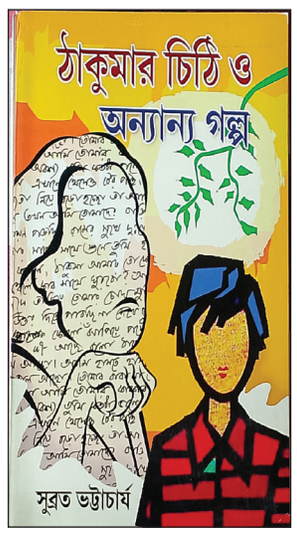

কথা নয়। কিন্তু সেই কঠিন কাজকে সহজ করে তুলেছেন লেখক সুব্রত ভট্টাচার্য। বিষয় নির্বাচন, গল্পের প্লট নির্মাণ, চরিত্রগুলির অন্তর্লোক বিশ্লেষণ, ভাষা প্রয়োগ –সবেতেই তিনি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও গল্পগুলি মনে দাগ কাটতে সক্ষম। সঞ্জয় মাইতির প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

ঠাকুমার চিঠি ও অন্যান্য গল্প –সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রকাশক: লীনা ভট্টাচার্য্য, পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা – ৭০০০৯৩, মূল্য-১২০ টাকা।

ছড়ার রকমফের (ড. বলাই হালদার-এর ছড়া সংকলন, প্রকাশনা ও মূল্য অনুল্লেখিত) ইতিপূর্বে এক ডজনেরও বেশী প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া গ্রন্থের প্রণেতা এক গুচ্ছ ছড়া পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। ছড়ার বিষয়বস্তু কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিলুপ্তি, মাতৃভাষা বন্দনা, স্মরণীয় কবিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী থেকে ঋতু ও প্রকৃতি- নানা দিক ছুঁয়ে গিয়েছেন। ছড়ার ছন্দেও নানান পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছেন নিরন্তর। নিজস্ব মুন্সিয়ানায় এ সময়ের প্রযুক্তি প্রকরণের কথাও সুন্দর ভাবে বুনে দিয়েছেন। ৭০টি এমন মজাদার ছড়া নিয়ে গড়া বইটি পাঠকের মুখে হাসির ঝিলিক এনে দেয়। প্রচ্ছদ ও শব্দ বিন্যাস সুন্দর তবে গ্রন্থ পরিকল্পনায় আরও একটু মনোযোগের সুযোগ ছিল।

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবীর সাথে নিবিড় সম্পর্ক সুদৃঢ় করছে ম্যাসকট

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের একটি পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে জোনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং একটি উন্নত পৃথিবীর জন্য পরিচ্ছন্নতার সর্বব্যাপী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর নৈহাটি গ্রুপ আজ নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন এবং নৈহাটি রেলওয়ে কলোনিতে একটি বৃহৎ আকারের সচেতনতামূলক প্রচার র‍্যালির আয়োজন করে।

আজকের প্রচারের মূল বৈশিষ্ট্য জনপ্রিয় চরিত্র মিকি মাউস এবং ছোট ভীম শিশুদের আকর্ষণ করতে এবং তাদের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে অংশগ্রহণ করে। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ব্যান্ড দল র‍্যালির নেতৃত্ব দেয় এবং পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। সদস্যরা যাত্রী, দোকানদার এবং রেলওয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের যেখানে-সেখানে আবর্জনা না

ফেলে ডাস্টবিন ব্যবহার করতে এবং স্টেশনের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে অনুরোধ করেন। এছাড়া স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর শিয়ালদহ জেলা সমিতির ১ম শিয়ালদহ গ্রুপ দ্বারা শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আরও একটি স্বচ্ছতা সচেতনতামূলক প্রচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে প্রাণবন্ত পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস আজ দুটি বড় ধরনের পরিচ্ছন্নতা সচেতনতামূলক প্রচার সফলভাবে চালিয়েছে, যা নৈহাটি ও শিয়ালদহ রেলওয়ে হাবকে নাগরিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর নৈহাটি গ্রুপ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বিনোদনের সাথে ঐতিহ্যকে মিশিয়ে নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনির রাস্তা ও প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রচার চালায়। এর বিশেষ দিকগুলি হল নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করার এক অভিনব পদক্ষেপে, জনপ্রিয় মাসকট মিকি মাউস এবং ছোট ভীম র‍্যালিতে যোগ দেয়। তাদের উপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিশু ও পরিবারগুলোর কাছে স্বাস্থ্যবিধির বার্তাটিকে সহজ করে তোলে। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ব্যান্ড দল শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেয় এবং আবর্জনা-মুক্ত ভারত গড়ার প্রচার চালানো রঙিন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের এক সমুদ্রের মাঝে একটি ছন্দময় আবহ তৈরি করে। সদস্যরা গ্রাউন্ড-লেভেল ডিপ্লোম্যাসি বা মাঠপর্যায়ের জনসংযোগে যুক্ত হন এবং যাত্রী, স্থানীয় দোকানদার ও রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা বন্ধ করুন, ডাস্টবিন ব্যবহার করুন এবং স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিন।

একই সময়ে, স্কাউটস ও গাইডসের শিয়ালদহ জেলা সমিতির ১ম শিয়ালদহ গ্রুপ দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেলওয়ে টার্মিনালে সচেতনতার মশাল বহন করে। শিয়ালদহ প্রচারটি বেশি যাত্রী সমাগম হওয়া স্থানগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হয় যে ব্যস্ত সময়েও হাজার হাজার যাত্রীর কাছে স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছেছে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, 'এই উদ্যোগগুলো পূর্ব রেলওয়ের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টার অংশ। শৃঙ্খলা ও সেবায় নিবেদিত সংস্থা ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসকে যুক্ত করার মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে কেবল সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাইরে গিয়ে জনমানুষের আচরণের স্থায়ী পরিবর্তনে কাজ করতে চায়।'

আতশ কাচে

ভারত শীর্ষে

বিশ্বজয়ী হওয়ার পর এখনও মাঠে না নামলেও আইসিসি টি২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রাখল ভারত। আইসিসি যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে ২৭৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে নীল জার্সিধারীরা। ভারতের ঠিক পরেই ২৬২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। ২৫৮ রেটিং নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং গত বিশ্বকাপের রানার্স-আপ নিউজিল্যান্ড ২৪৭ রেটিং নিয়ে দখল করেছে চতুর্থ স্থান।

বিক্রি ফ্র্যাঞ্চাইজি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর এবার মালিকানা বদল হল রাজস্থান রয়্যালসের। প্রায় ১৫,৬৬০ কোটি টাকার (১.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নিয়ন্ত্রক অংশীদারিত্ব কিনে নিল মিত্তাল ফ্যামিলি। এই মেগা ডিলে লক্ষ্মী এন মিত্তাল ও আদিত্য মিত্তালের সঙ্গী হয়েছেন সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও আদর পুনাওয়ালা।

ভারতীয় দল

আসন্ন ২০২৬ মহিলা টি২০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। ইংল্যান্ডের মাটিতে ১২ জুন থেকে শুরু হতে চলা এই বিশ্বমঞ্চে দলের নেতৃত্বে থাকছেন অভিজ্ঞ হরমনপ্রীত কৌর, আর সহঅধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন স্মৃতি মান্ধানা।

দেখে নিন টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল-

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহঅধিনায়ক), শেফালি বর্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, ভারতী ফুলমালি, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, শ্রীচরণী, যস্তিকা ভাটিয়া, নন্দিনী শর্মা, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধা যাদব।

শাস্তি কমল

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান মায়েস্ত্রো মিগুয়েল। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার আগে বেঙ্গালুরু রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে উদ্দেশ্য করে বলে শট মেরে বসেন। এর জন্য মিগুয়েলকে দুই ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল শিবির মিগুয়েলের শাস্তি কমানোর জন্য বারংবার আবেদন করতে থাকে। মিগুয়েলের শাস্তি কমায় এআইএফএফ-এর আপিল কমিটি। দুম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কমে এক ম্যাচ হয়।

স্বপ্না হারলেন

২০১৮ র এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী বাংলার এথলিট স্বপ্না বর্মন ক্রীড়া জগৎ থেকে রাজনীতিতে এসে ব্যর্থ হলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মন বিজেপির দীনেশ সরকারের কাছে তিনি ২১,৪৭৭ ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

ফাইনালে বাগান

মোহনবাগান সিএবি পরিচালিত প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ফাইনালে উঠেছে। সল্ট লেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সেমিফাইনালের তৃতীয় দিনে মোহনবাগান ৬ উইকেটে কালীঘাট ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে। জয়ের জন্য মোহনবাগানের প্রয়োজন ছিল ২৭৭ রান। চার উইকেটে মোহনবাগান সেই রান তুলে নেয়। অনুস্টুপ মজুমদার ৯৩ রানে অপরাজিত থাকেন। বিবেক সিং ৫৯,অভিষেক রমন ৫১ রান করেন। কালীঘাট করেছিল ২৭৬ রান।

সর্বকনিষ্ঠ সাঁতারু

ঝাড়খণ্ডের সাত বছর বয়সী সাঁতারু ঈশাঙ্ক সিং, পক প্রণালী অতিক্রম করে সর্বকনিষ্ঠ সাঁতারু হিসেবে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। রাঁচির তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ঈশাঙ্ক, শ্রীলঙ্কার তালাইমান্নার থেকে সাঁতার শুরু করে ২৯ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে তামিলনাড়ুর ধানুশকোডিতে পৌঁছতে সময় নিয়েছে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

আইপিএলের ঝলকে ঢাকা ব্রোঞ্জ গৌরব

ব্যাডমিন্টন তারকাদের কেউ চিনতেই পারেনি

সুমনা মণ্ডল: ভারতে ক্রিকেট মানেই আবেগ, উন্মাদনা আর তারকাখ্যাতির ঝলকানি। স্টেডিয়াম থেকে বিমানবন্দর—সব জায়গাতেই ক্রিকেটারদের ঘিরে থাকে ভক্তদের ঢল। কিন্তু সেই একই দেশে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের পতাকা উড়িয়েও অনেক ক্রীড়াবিদ ফিরে আসেন নিঃশব্দে—অচেনার ভিড়েই হারিয়ে গিয়ে।

বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা থমাস কাপ-এ ব্রোঞ্জ পদক জয় করে দেশে ফিরেছিল ভারতীয় দল। দলে ছিলেন সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি, চিরাগ শেঠি, লক্ষ্য সেন এবং কিদাম্বি শ্রীকান্ত-এর মতো তারকা শাটলাররা।

কিন্তু বিমানবন্দরে নেমে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল না কোনও করতালি, না কোনও সংবর্ধনা—ছিল কেবল নির্লিপ্ততা। জার্মানি থেকে দেশে ফেরার দীর্ঘ যাত্রাপথে সহযাত্রীদের মধ্যেও দেখা যায়নি কোনও আগ্রহ। তারা কারা, কী অর্জন করে ফিরছেন—সেই প্রশ্নটুকুও যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল।

এক সাক্ষাৎকারে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি স্পষ্টই জানিয়েছেন, চারপাশের মানুষ তখন

ব্যস্ত ছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা রাজনীতির আলোচনায়। দেশের হয়ে এমন সাফল্য নিয়েও যেন তারা অদৃশ্য।

২০২২ সালে ঐতিহাসিক সোনা জয়ের সময়ও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদের। সেই জয়ও প্রত্যাশিতভাবে উদযাপিত হয়নি। বিমানবন্দর থেকে নিজেদের ক্যাব বুক করে বাড়ি ফেরা—এই বাস্তবতাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ক্রীড়া-সংস্কৃতির বৈপরীত্য।

চিরাগ শেঠির কথায়, বড় কোনও সংবর্ধনার প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু এই উপলব্ধি—"কারও কাছেই আমাদের সাফল্যের কোনও গুরুত্ব নেই"—তাদের গভীরভাবে আঘাত করেছে।

এই অভিজ্ঞতা শুধু হতাশার নয়, বরং এক বড় প্রশ্নও তুলে দেয়—ক্রিকেটের বাইরে অন্য খেলাধুলা কি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এই দেশে?

স্বীকৃতির অভাব কতটা গভীর হতে পারে, তা বোঝা যায় সাত্বিকের মন্তব্যে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভবিষ্যতে নিজের সন্তানকে হয়তো পেশাদার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে উৎসাহিত করবেন না। কারণ, এই পথে লড়াই শুধু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়—অবহেলা আর অজ্ঞতার সঙ্গেও সমানতালে লড়তে হয়।

একদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সামান্য ঘটনাও ভাইরাল হয়ে লক্ষ মানুষের মনোযোগ কাড়ে, অন্যদিকে দেশের হয়ে পদক জয় করেও নীরবতা—এই বৈপরীত্যই যেন আজকের ক্রীড়া-বাস্তবতার নির্মম ছবি তুলে ধরে। শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদের অ্যাকাডেমিতে ছোট্ট সংবর্ধনা, ফুলের তোড়া আর কেক কাটা—সেই সামান্য সম্মানই বড় প্রাপ্তি হয়ে ওঠে তাদের কাছে। এই ঘটনা কেবল কয়েকজন শাটলারের হতাশার গল্প নয়, বরং দেশের ক্রীড়া-সংস্কৃতির এক আয়না—যেখানে ক্রিকেটের আলোয় অনেক সময়ই ঢাকা পড়ে যায় অন্য সাফল্যের দীপ্তি।

ব্রুজোর বিদায় বার্তায় জ্বলে উঠল লাল হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচ অস্কার ব্রুজোর বিদায়ের খবর যেন আলাদা আগুন জ্বেলে দিল ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। তাতে ভালই হল। কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে শুধু তিন পয়েন্টই নয়, লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানও দখল করল লালহলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের এই জয়ে লিগ টেবিলে পিছিয়ে পড়ল মোহনবাগান।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য মোটেই স্বস্তির ছিল না। ঘরের মাঠে মুম্বই শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। তার ফলও মেলে দ্রুত। ম্যাচের ৮ মিনিটেই ব্রেন্ডনের গোলে এগিয়ে যায় মুম্বই। প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা, আর সেই ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত বড় ফারাক গড়ে দেয়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল যেন বিরতির পর বদলে যায় সম্পূর্ণ। কোচ ব্রুজোর কৌশলী বদলই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একাধিক পরিবর্তন এনে আক্রমণের ধার বাড়ান তিনি। মাঠে নেমেই প্রভাব ফেলেন মিগুয়েল। তাঁর দৌলতেই আসে ম্যাচে ফেরার

সুযোগ। ৫৬ মিনিটে বক্সের মধ্যে ফাউলের শিকার হয়ে পেনাল্টি আদায় করেন মিগুয়েল। স্পট কিক থেকে নির্ভুল শটে সমতা ফেরান ইউসেফ এজেজারি। এরপর ম্যাচের রাশ ধীরে ধীরে নিজেদের দখলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। জয়ের গোল আসে ৭০ মিনিটের পর। নন্দকুমার শেখরের শট প্রতিহত হলেও শেষ পর্যন্ত তা জড়িয়ে যায় জালে। কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা থাকলেও লড়াইয়ের পুরস্কার পেয়ে যায় লালহলুদ। শেষ দিকে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল মুম্বই, কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ আর গোলকিপারের দৃঢ়তায় আর গোল শোধ করা সম্ভব হয়নি।

এই জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। ৬টি জয়, ৩টি ড্র এবং মাত্র ১টি হার, এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে খেতাবের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও পোক্ত করল তারা।অস্কার ব্রুজোর বিদায়বেলায় দলের এই লড়াকু মানসিকতা নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে সমর্থকদের। বিদায়ের আগে কোচকে ট্রফি উপহার দিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল, মুম্বই জয়ে সেই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হল।

কোচের খোঁজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ক্রিকেটে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বা সিএবি। প্রথমবারের মতো সংস্থাটি কোচ নিয়োগের জন্য প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের পদে নিয়োগ সাধারণত অভ্যন্তরীণ আলোচনা বা সুপারিশের ভিত্তিতে হতো, কিন্তু এবার সেই প্রচলিত প্রথা ভেঙে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে সিএবি। ১ মে ছিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন, আর তার মধ্যেই প্রায় আশিজন প্রার্থী বিভিন্ন পদে আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

দায়িত্বে সাঙ্গাকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) থেকে আগের কমিটি সরে যাওয়ার পর তার দায়িত্ব নিয়েছে দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রক। সাময়িক এই দায়িত্ব নেওয়ার কারণই হচ্ছে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা, রোশান মহানামা এবং সিদাথ ওয়েট্টিমুনিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ৯ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তী কমিটি। আগের বোর্ড পদত্যাগ করার পরই এই কমিটি দায়িত্ব নিয়েছে।

পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি, মায়ের গয়না বন্ধক : সব বাধা পেরিয়ে চৌষট্টি খোপে গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চৌষট্টি খোপের সাদা-কালো বোর্ডে রাজা-রানি আর বোড়ের লড়াই যেন কখনও শুধুই খেলা নয়—কারও কারও কাছে তা জীবনযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি। সেই লড়াইয়েরই এক অনন্য উদাহরণ বাংলার প্রতিশ্রুতিমান দাবাড়ু আরণ্যক ঘোষ।

সাড়ে চার বছর বয়সে দাবার বোর্ডে হাতেখড়ি। তারপর থেকে লড়াই থামেনি—বোর্ডে যেমন, তেমনই শরীরের ভেতরেও। থ্যালাসেমিয়ার মতো কঠিন অসুখকে সঙ্গী করেও কখনও হার মানেননি তিনি। বরং প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে করেছেন নিজের শক্তি।

২০২২ সালে স্পেনের সান্টস ওপেনে প্রথম নর্ম অর্জন। ইউরোপ সফরে গিয়ে রেটিং পয়েন্টে উল্লেখযোগ্য উন্নতি। তারপর একে একে সাফল্যের সিঁড়ি, দ্বিতীয় নর্ম, যেখানে হারিয়েছেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের। দেশীয় মঞ্চেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন পুণে ন্যাশনাল এবং জাতীয় র‍্যাপিড প্রতিযোগিতায় দুরন্ত পারফরম্যান্স দিয়ে।

তবে আরণ্যককে আলাদা করে তাঁর খেলার ধরণ। নতুন ওপেনিং নিয়ে নিরীক্ষা, প্রতিপক্ষকে চমকে দেওয়ার সাহস—এই সৃজনশীলতাই তাঁকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর নিজের কথাতেই, "প্রতিপক্ষরা প্রস্তুত থাকে, তাই বোর্ডে নতুন কিছু চেষ্টা করি!"

এই পথচলায় পাশে ছিলেন তাঁর কোচেরা।

কিন্তু সাফল্যের এই গল্পের সবচেয়ে আবেগঘন অধ্যায় লুকিয়ে রয়েছে তাঁর পরিবারে। বাবা মৃণাল ঘোষ—নিজে দাবাড়ু হয়েও সংসারের দায়ে স্বপ্ন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অসমাপ্ত স্বপ্নই ছেলের মধ্যে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করেছেন, জীবনের সঞ্চয় উজাড় করেছেন—শুধু ছেলের স্বপ্ন পূরণের জন্য। মা সঞ্চিতা ঘোষ—নিঃশব্দ যোদ্ধা। ছেলের খেলার খরচ জোগাতে নিজের বিয়ের গয়না পর্যন্ত বন্ধক রাখতে পিছপা হননি।

স্পনসরহীন লড়াই, বছরে কয়েক লক্ষ টাকার খরচ, কোভিডের সময় আর্থিক অনিশ্চয়তা—সব কিছুর মধ্যেই থামেননি আরণ্যক। বরং অনলাইন টুর্নামেন্ট খেলে পরিবারের আর্থিক ভারও সামলেছেন।

অবশেষে সেই ত্যাগের ফল মিলল। বাংকক চেস ক্লাব ওপেনে তৃতীয় ও চূড়ান্ত নর্ম অর্জন করে দেশের ৯৫তম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন তিনি। সমবয়সীরা যখন পরিকাঠামোর সুবিধা পেয়েছেন, তখন আরণ্যকের পথ ছিল অনেক বেশি কঠিন। তবু থামেননি তিনি—কারণ তাঁর লড়াই ছিল অন্যরকম। গর্বিত বাবা বলেন, 'আমার সেরা পরিচয়—আমি আরণ্যক ঘোষের বাবা।'

এই গল্প শুধুই এক দাবাড়ুর সাফল্যের নয়—এটা এক পরিবারের ত্যাগ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্নপূরণের ইতিহাস।

বিশ্বকাপে কি অংশ নেবে ইরান?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অংশগ্রহণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি ইরানের। বিশ্বমঞ্চে নামবে কি না-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার ফিফার সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসতে চলেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ফিফার সদর দপ্তরে এই বৈঠক হওয়ার কথা, যেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে আয়োজিত ফিফা কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন ইরানের প্রতিনিধিরা। অভিযোগ, টরন্টো বিমানবন্দরে তাঁদের দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে অংশ না নিয়েই দেশে ফিরে আসেন তাঁরা। ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে একমাত্র ইরানই ওই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ দেশে ফিরে জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ অংশগ্রহণের আগে বেশ কিছু বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। তাঁর কথায়, 'আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেই ফিফার সঙ্গে বসা'। ফিফার মহাসচিব ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রোমের তরফে ইরানকে দ্রুত জুরিখে আলোচনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। যদিও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো একাধিকবার আশাবাদী সুরে বলেছেন, ইরান নির্ধারিত সূচি মেনেই বিশ্বকাপে অংশ নেবে, তবুও বাস্তব পরিস্থিতি এতটা সহজ নয়। ভিসা জটিলতা, কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ-সব মিলিয়ে ইরানের সামনে চ্যালেঞ্জ কম নয়। বিশেষ করে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থাকায় পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই বৈঠকই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়। বৈঠকের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে, এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল ইরান শেষ পর্যন্ত বিশ্বমঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি জানাতে পারবে, নাকি অনিশ্চয়তার আবহেই থমকে যাবে তাদের যাত্রা।

হায়দ্রারাবাদকে উড়িয়ে প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরশুমের শুরুতে টালমাটাল অবস্থা। প্রথম ছয় ম্যাচে পাঁচ হার দেখে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। কিন্তু সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর নামই যেন কেকেআর। রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৭ উইকেটে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল শাহরুখ খানের দল। সেই সঙ্গে প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখল নাইটরা।

হায়দরাবাদের ১৬৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখায় কলকাতাকে। ফিন অ্যালেন ঝড় তুলে ম্যাচের রং বদলে দেন। প্যাট কামিন্সের এক ওভারে ২৭ রান তুলে চাপ বাড়িয়ে দেন প্রতিপক্ষের উপর। ১৩ বলে ২৯ রান করে ফিরলেও কাজের ভিত গড়ে দিয়ে যান তিনি। এরপর ইনিংস সামলান অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে ও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। দু'জনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ম্যাচজয়ী জুটি গড়ে দেন। রাহানে ৩৬ বলে ৪৩ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে রঘুবংশী আবারও নিজের প্রতিভার ঝলক দেখিয়ে ৪৭ বলে ৫৯ রান করেন। তাঁর ইনিংসেই জয়ের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। শেষদিকে রিঙ্কু সিংয়ের ছোট ঝড় ম্যাচ দ্রুত শেষ করে দেয়। ১১ বলে ২২ রানে অপরাজিত থেকে ফিনিশিং টাচ দেন তিনি। ১৮.২ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় কেকেআর।

তার আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরু করেও বড় স্কোর গড়তে পারেনি হায়দরাবাদ। অভিষেক শর্মা দ্রুত ফিরলেও ট্র্যাভিস হেড ও ঈশান কিষান পাল্টা আক্রমণ চালান। হেড মাত্র ২৮ বলে ৬১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন। ঈশান করেন ৪২। কিন্তু এই দুই ব্যাটার ফেরার পরেই ধসে পড়ে ইনিংস। ৪৮ রানের মধ্যে শেষ আট উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রানে গুটিয়ে যায় হায়দরাবাদ। কলকাতার হয়ে দুর্দান্ত বল করেন বরুণ চক্রবর্তী। তিন উইকেট তুলে মাঝের ওভারে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন তিনি। সুনীল নারিন ও কার্তিক ত্যাগী নেন দুটি করে উইকেট।

নয় ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে এখনও অষ্টম স্থানে কলকাতা। তবে টানা তিন জয়ে নতুন করে জেগে উঠেছে প্লে-অফের আশা। এখন থেকে প্রতিটি ম্যাচই নাইটদের কাছে নকআউট, আর সেই লড়াইয়ে ছন্দে ফিরেছে কলকাতা।

দিদির 'দাদা-ভাই' থেকে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ! ঘাসফুলের প্রভাব থেকে কি মুক্তি মিলবে ময়দানী ঘাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘাসফুল ম্লান। ময়দানের ঘাসও কি রাজনীতির ঝড়ে কম্পমান হতে চলেছে? বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর এখন এটাই যেন ময়দানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

এটাই যেন স্বাভাবিক। দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসন। বাংলার ক্রীড়া প্রশাসনের অন্দরমহলে তৃণমূল ঘনিষ্ঠদের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। সেই তালিকাও ১৫ বছরে কম দীর্ঘ নয়। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-র সভাপতির পদে। অন্যদিকে তাঁর ভাই বাবুন (স্বপন) বন্দ্যোপাধ্যায় টেবিল টেনিস, কাবাডি, বক্সিং ও পাওয়ার লিফটিং, একাধিক সংস্থার শীর্ষপদে। এমনকি মোহনবাগানের ফুটবল সচিব পদেও তিনি রয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত মাথার ওপর ছিল বলেই।

শুধু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নয়, তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহলেও একই ছবি। জেলায় জেলায় ক্রীড়া সংস্থায় বিরাজ করছেন তৃণমূলেরই স্নেহধন্য সব কর্তারা। পদত্যাগ করা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস, টলিপাড়ার পাশাপাশি আইএফএ-র সহসভাপতিও। প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, যিনি এবারের নির্বাচনে

পরাজিত, তিনিও মাথা হয়ে বসে আছেন হকি ও জুডো সংস্থার সভাপতির পদে। আবার কলকাতার প্রভাবশালী নেতা ফিরহাদ হাকিম রয়েছেন ভলিবল সংস্থার শীর্ষপদে। এই নেতা-মন্ত্রীদের প্রভাবই এতদিন বাংলার ক্রীড়াঙ্গনের প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রভাবিত করেছে বলে মত ক্রীড়া মহলের একাংশের। এ বার খোলা হাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায় যেন ময়দানের ঘাস। মুক্তি চায় রাজনৈতিক প্রভাবের।

ফুটবলের তিন প্রধান, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংসহ বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গেও ছিল সেই রাজনৈতিক ছায়া।খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড স্পোর্টিং, সুজিত বসুর ক্লাব শ্রীভূমি তাদের কী হবে? তিন প্রধানের স্পনসর আনা থেকে বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফলে তিন প্রধানের কর্তাদের বারবারই দেখা গেছে তৃণমূলের রাজনৈতিক মঞ্চেও।একইসঙ্গে নজর রয়েছে ক্রিকেটের দিকেও। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্কের প্রেক্ষিতে, নতুন সরকারের সঙ্গে তাঁর সমন্বয় কীভাবে গড়ে উঠবে, তা নিয়েও আগ্রহ তুঙ্গে।

আপাতত খেলাপ্রেমী কর্তারা দেখছেন আর জল মাপছেন বলাই যায়। খোলা মাঠে দমবন্ধকর 'দাদাগিরি' থেকে মুক্তির অপেক্ষায় তাঁরা। রাজনীতির মাঠে 'ঘাসফুল' বদলে 'পদ্ম'—এই পরিবর্তনের ঢেউ এবার ময়দানের ঘাসে কতটা লাগে, সেটাই দেখার।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com